ষষ্ঠ অধ্যায়

অট্‌ঠকথা

অধ্যায় অ্যাসেসমেন্ট ছক			3A পেলে অর্জিত হবে
ছক-১	ছক-২	ছক-৩	A+
বিস্তারিত জানতে পৃষ্ঠা ২ দেখো			

■ অধ্যায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিত্ব

অট্‌ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু এবং ভাষ্যকার। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির উরগপুরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। 'গন্ধবংস' গ্রন্থে তাঁকে ভারতের আচার্য বলা হয়েছে।

অট্‌ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

শুরুতেই পাঠ্যবই থেকে 'অট্‌ঠকথা' অধ্যায়টি পড়ে নাও।
অথবা মোবাইলে Audio Book শোনার জন্য QR Code স্ক্যান করো।

■ অধ্যায়টির শিখনফল

Tutor এখানে অধ্যায়ের শিখনফলগুলোর গুরুত্ব স্টার (★) চিহ্নিত করে বোঝানো হয়েছে। কোন শিখনফল থেকে বিগত বছরসমূহে বোর্ড পরীক্ষায় কত সংখ্যক প্রশ্ন এসেছে এবং এ অধ্যায়ে এসব শিখনফলের ওপর কোন কোন প্রশ্ন রয়েছে তা এ ছক থেকে জানতে পারবে তুমি।

	শিখনফল	বোর্ড ও সাল	প্রশ্ন নম্বর
★★	১. অট্‌ঠকথা-এর ধারণা ও রচনার পটভূমি বর্ণনা করতে পারবে।	ঢা. বো. '১৯	৫, ৯, ১০, ১১, ১২
	২. অট্‌ঠকথার বিষয়বস্তু ব্যাখ্যা করতে পারবে।		১২
★★	৩. অট্‌ঠকথা রচয়িতাদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে ধারণা দিতে পারবে।	ঢা. বো. '২৪; সি. বো. '২০; ঢা. বো. রা. বো., চ. বো., সি. বো., য. বো. '১৯; স. বো. '১৮; স. বো. '১৬	১, ২, ৩, ৪, ৬, ৭, ৮, ১৩
★	৪. অট্‌ঠকথার গুরুত্ব ও শিক্ষা বর্ণনা করতে পারবে।	সি. বো. '২০	৪, ৯, ১০

অ্যানালাইসিস

- পাঠ বিশ্লেষণ | পৃষ্ঠা ১৫৮
  - ✓ অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ | পৃষ্ঠা ১৫৮
  - ✓ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা ১৫৮
  - ✓ কুইজের উত্তরমালা | পৃষ্ঠা ১৬০

অ্যাপ্লিকেশন

- সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৬২
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন
- সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৬৯
- জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৭১
- সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৭৩
  - ✓ অনুশীলনীর প্রশ্ন ✓ বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ✓ মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ✓ সমন্বিত অধ্যায়ের প্রশ্ন

অ্যাসেসমেন্ট

- প্রশ্নব্যাংক | পৃষ্ঠা ১৮১
  - ✓ রচনামূলক প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৮১
  - ✓ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন | পৃষ্ঠা ১৮২
- অধ্যায়ভিত্তিক মডেল টেস্ট | পৃষ্ঠা ১৮৩
  - ✓ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ১৮৩
  - ✓ রচনামূলক অভীক্ষা | পৃষ্ঠা ১৮৪

অ্যানালাইসিস অংশ: পাঠ বিশ্লেষণ

■ শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ ■ পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু

অধ্যায়ের শিখনফলের গুরুত্ব নির্ধারণ — বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা ও শিখনফলের ভিত্তিতে

Tutor: এ অধ্যায়ের কোন শিখনফল কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝার জন্য শিখনফলের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট শিখনফলের ওপর কতবার প্রশ্ন এসেছে তা ছক ও গ্রাফের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ শিখনফলসমূহের ওপর প্রশ্নগুলো তুমি বেশি গুরুত্ব দিয়ে অনুশীলন করো।

শিখনফল নম্বর	বোর্ডভিত্তিক প্রশ্নসংখ্যা (২০১৫-২৪)										
	ঢাকা	ময়মনসিংহ	রাজশাহী	দিনাজপুর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	যশোর	বরিশাল	সকল বোর্ড	মোট
১	১	-	-	-	-	-	-	-	-	-	১
২	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
৩	২	-	১	-	১	২	২	১	-	২	১১
৪	-	-	-	-	-	-	১	-	-	-	১

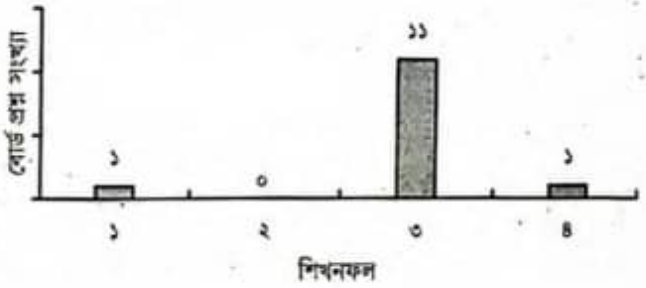

বিশ্লেষণে দেখা যাচ্ছে, গুরুত্বের ক্রম অনুযায়ী শিখনফলগুলো হলো ৩, ১, ৪

পাঠ সহায়ক বিষয়বস্তু — নতুন পাঠ্যবইয়ের টপিকের ভিত্তিতে

Tutor: এখানে প্রতিটি টপিকের ওপর পাঠ্যবই ও বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত জ্ঞান টু-দ্য-পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে রয়েছে কুইজ। যদি তুমি সবগুলো কুইজের উত্তর করতে পারো তাহলে বুঝতে পারবে টপিকের ওপর তোমার স্বচ্ছ ধারণা হয়েছে।

অট্ঠকথা'র ধারণা ও রচনার পটভূমি

'অট্ঠ' শব্দের দ্বারা 'অর্থ' এবং 'কথা' শব্দের দ্বারা কথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নির্দেশ করে। অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে অর্থকথা বা 'ভাষ্য' বলা হয়। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্ঠকথা বলে।

বৌদ্ধসঙ্ঘে জ্ঞানী-ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পাশাপাশি স্বল্পজ্ঞানী লোকেরাও ছিল। তাদের পক্ষে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না। এক্ষেত্রে বুদ্ধবাণীর ব্যাখ্যা প্রদানের প্রয়োজন দেখা দেয়। এ ধরনের সমস্যার সমাধানে বুদ্ধ বা তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ বুদ্ধবাণীর যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে এসব সমস্যার সমাধান করতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধ অনেককে একাজে যথাযথ মনে করতেন। এদের মধ্যে মহাকচ্চায়ন, সারিপুত্র, মহাকোট্ঠিত থের ছিলেন অগ্রগণ্য।

প্রথম সঙ্গীতিতে বুদ্ধ শিষ্যদের প্রদত্ত নানাবিধ ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা অনুমোদন লাভ করে এবং ত্রিপিটকের অন্তর্ভুক্ত হয়। এগুলোকে অট্ঠকথার সূচনা হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

খ্রি. পূর্ব ১ম শতকে সিংহলরাজ বট্টগামিণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসমূহ সিংহলি ভাষায় তালপত্রে লেখা হয় যা সীহলট্ঠকথা নামে পরিচিত। কিন্তু তা ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না। তাই খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর দিকে বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, মহানাম এবং উপসেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ সিংহলে গিয়ে অট্ঠকথাসমূহ পালি ভাষায় রচনা করেন। এভাবে অট্ঠকথাসমূহ বর্তমান কালের রূপ পরিগ্রহ করে।

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

কুইজ-১

প্রশ্ন-১. 'অট্ঠ' শব্দের অর্থ কী?

প্রশ্ন-২. অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে কী বলা হয়?

প্রশ্ন-৩. বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় রচিত সাহিত্যকর্মকে কী বলে?

প্রশ্ন-৪. কাদের পক্ষে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না?

প্রশ্ন-৫. কারা বুদ্ধবাণীর যথাযথ ব্যাখ্যা প্রদান করতেন?

প্রশ্ন-৬. কোন সঙ্গীতিতে বুদ্ধ শিষ্যদের প্রদত্ত নানাবিধ ব্যাখ্যা ও নির্দেশনা অনুমোদন লাভ করে?

প্রশ্ন-৭. কার পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসমূহ সিংহলি ভাষায় তালপত্রে লেখা হয়?

প্রশ্ন-৮. খ্রিষ্টীয় কত শতাব্দীতে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ অট্ঠকথাসমূহ পালি ভাষায় রচনা করেন?

Tutor: কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৬০ দেখো।

অট্ঠকথার বিষয়বস্তু ও পরিচিতি

বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোকে অট্ঠকথা বলা হয়। এ অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের ৩টি বিভাগের গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকের ভিন্ন ভিন্ন অট্ঠকথা রয়েছে।

সুত্ত পিটকের অট্ঠকথা: সুত্ত পিটক ৫ ভাগে বিভক্ত। এ পাঁচভাগের ৫টি নিকায়ের আলাদা অট্ঠকথা রয়েছে; যেমন:

মূল গ্রন্থ	অট্ঠকথার নাম	লেখক
দীঘ নিকায়	সুমঙ্গলবিলাসিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
মধ্যম নিকায়	পপঞ্চসূদনী	"
সংযুক্ত নিকায়	সারত্থপকাসনী	"
অঙ্গুত্তর নিকায়	মনোরথপূরণী	"
খুদ্দক নিকায়	পরমত্থদীপনী, সদ্ধম্মপজ্জোতিকা ইত্যাদি	

বিনয় পিটকের অট্ঠকথা:
বিনয় পিটক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক এবং পরিবার বা পরিবার পাঠ। বিনয়পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে দু'টি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। যথা: সমন্তপাসাদিকা এবং কঙ্খাবিতরণী। সমন্তপাসাদিকা সমগ্র বিনয়পিটকের অট্ঠকথা হিসেবে পরিচিত। সুত্তবিভঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় বিধানসমূহ পাতিমোক্খ নামে পরিচিত। পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কঙ্খাবিতরণী বলে।

অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথা: অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। নিচে অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাসমূহের সম্যক ধারণা দেয়া হলো—

মূলগ্রন্থ	অট্ঠকথার নাম
ধম্মসঙ্গণি	অত্থসালিনী
বিভঙ্গ	সম্মোহবিনোদনী
ধাতুকথা	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (১)
পুগ্গলপঞ্ঞত্তি	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (২)
কথাবত্থু	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৩)
যমক	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৪)
পট্ঠান	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৫)

অভিধর্মের জটিল ও দুর্ভেদ্য বিষয়সমূহ অভিধর্মের অট্ঠকথাগুলোতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে বৌদ্ধ দর্শনের সম্যক ধারণা এতে লাভ করা যায়। আচার্য বুদ্ধঘোষ এ অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন।

কুইজ-২

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট চেক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের কয়টি বিভাগের গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা?

প্রশ্ন-২. সুত্ত পিটকের কয়টি নিকায়ের আলাদা অট্ঠকথা রয়েছে?

প্রশ্ন-৩. সুমঙ্গলবিলাসিনী অট্ঠকথার লেখক কে?

প্রশ্ন-৪. বিনয় পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে কয়টি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে?

প্রশ্ন-৫. সমগ্র বিনয় পিটকের অট্ঠকথা হিসেবে পরিচিত কোন অট্ঠকথাটি?

প্রশ্ন-৬. পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কী বলে?

প্রশ্ন-৭. অভিধর্মের জটিল ও দুর্ভেদ্য বিষয়সমূহ বিস্তৃতভাবে কোথায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

প্রশ্ন-৮. অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাসমূহ কে রচনা করেছেন?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৬০ দেখো।

অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের জীবন ও কর্ম বিশাল ও বিচিত্র। বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা অট্ঠকথা রচয়িতা আচার্য বুদ্ধদত্তের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু পাই না। লেখকের জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবনচর্চা সম্পর্কে সামান্যই আলোকপাত করা যায়। 'গন্ধবংস' নামক গ্রন্থে তাঁকে ভারতের আচার্য বলা হয়েছে। তিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমভাগে দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির উরগপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং আচার্য বুদ্ধদত্তকে সমসাময়িক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধদত্ত সিংহলে গিয়ে অট্ঠকথা রচনা করেছিলেন। উরগপুরের অধিবাসী বুদ্ধদত্ত সিংহলের মহাবিহারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু এবং ভাষ্যকার। তিনি সমর্থ ও বিদর্শন ভাবনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ অধিকাংশ পদ্যে রচিত। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি ৩১৮৩টি গাথায় বিনয়বিনিচ্ছয়, ৯৬৯টি গাথায় উত্তরবিনিচ্ছয় এবং ১৪১৫টি গাথায় অভিধম্মাবতার গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য কর্মগুলো হলো—

১. মধুরত্থবিলাসীনি (বুদ্ধবংসট্ঠকথা); ২. বিনয়বিনিচ্ছয়;
৩. উত্তরবিনিচ্ছয়; ৪. অভিধম্মাবতার; ৫. রূপারূপবিভাগ;
৬. জিনলংকার; ৭. দন্তবংস বা দাঠাবংস; ৮. ধাতুবংস; ৯. বোধিবংস;

এ মহান মনীষীর মৃত্যু সম্পর্কে বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সিংহল হতে আসার পরেই মৃত্যুবরণ করেন। খুব সম্ভবত দক্ষিণ ভারতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

কুইজ-৩

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট চেক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. ভারতের আচার্য কাকে বলা হয়?

প্রশ্ন-২. কোন গ্রন্থে বুদ্ধদত্তকে ভারতের আচার্য বলা হয়েছে?

প্রশ্ন-৩. অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত কোন শতকে জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন-৪. অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন-৫. বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং আচার্য বুদ্ধদত্তকে কী বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

প্রশ্ন-৬. বুদ্ধদত্ত কোথায় গিয়ে অট্ঠকথা রচনা করেছিলেন?

প্রশ্ন-৭. বুদ্ধদত্ত কোথায় দীক্ষা গ্রহণ করেন?

প্রশ্ন-৮. বুদ্ধদত্তের রচিত গ্রন্থসমূহ অধিকাংশ কীসে রচিত?

কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৬০ দেখো।

অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল

অট্ঠকথাচার্যদের মধ্যে আচার্য ধর্মপাল ছিলেন অন্যতম। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানা না গেলেও অট্ঠকথা, টীকা, অনুটীকা লেখার কারণে বৌদ্ধ জগতে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় ও পূজনীয়।

ধর্মপালকে 'গন্ধবংস' নামক গ্রন্থে ভারতের বা জম্বুদ্বীপের আচার্য বলা হয়েছে। পন্ডিতগণের মতে ধর্মপাল খ্রিস্টীয় পঞ্চমশতকে দক্ষিণ ভারতে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাল্যকাল হতেই সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাথে এক রাজকন্যার বিবাহের কথা ঠিক হলে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হন। তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে মুক্তির পথ প্রার্থনা করার রাত্রে এক দেবতা এসে তাঁকে নিয়ে যান। তাকে দূরের এক পর্বতে নিয়ে গেলে পর্বতস্থিত বিহারের ভিক্ষু তাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের 'পদরতিত্থ' বা বদরিথ বিহারে বসবাস করতেন। তিনি থেরবাদী ভিক্ষু ছিলেন।

আচার্য ধর্মপাল পঞ্চম নিকায় বা খুদ্দক পাঠের উপর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। সুত্তপিটকের প্রথম চারি নিকায়ের অট্ঠকথাসমূহ তার আগে রচিত হওয়ায় তিনি শেষ নিকায়ের অট্ঠকথা রচনা করেন। তাঁর ১৪টি সাহিত্যকর্মের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কর্মসমূহ নিম্নরূপ—

১. ইতিবুত্তকট্ঠকথা; ২. উদানট্ঠকথা; ৩. চরিয়াপিটকট্ঠকথা; ৪. থেরগাথাট্ঠকথা; ৫. থেরীগাথাট্ঠকথা; ৬. বিমলবিলাসিনী বা বিমানবত্থু; ৭. বিমলবিলাসিনী বা পেতবত্থু অট্ঠকথা।

এ মহান মনীষী দক্ষিণ ভারতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

কুইজ-৪

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট চেক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

প্রশ্ন-১. আচার্য ধর্মপাল কত শতকে জন্মগ্রহণ করেন?

প্রশ্ন-২. 'গন্ধবংস' নামক গ্রন্থে ধর্মপালকে কোন দ্বীপের আচার্য বলা হয়েছে?

প্রশ্ন-৩. হিউয়েন সাং-এর মতে, ধর্মপাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

প্রশ্ন-৪. ধর্মপাল বাল্যকাল হতেই কেমন স্বভাবের অধিকারী ছিলেন?

প্রশ্ন-৫. ধর্মপালের সাথে কার বিবাহের কথা ঠিক হয়েছিল?

প্রশ্ন-৬. ধর্মপাল দক্ষিণ ভারতের কোন বিহারে বসবাস করতেন?

প্রশ্ন-৭. আচার্য ধর্মপাল কোন নিকায়ের ওপর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন?

প্রশ্ন-৮. মুক্তির পথ প্রার্থনা করলে কে এসে ধর্মপালকে বিহারে নিয়ে যান?

Tutor কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৬০ দেখো।

অট্ঠকথার গুরুত্ব

অট্ঠকথাকে প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুই সাধারণত অট্ঠকথাসমূহে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ফলে অট্ঠকথার সাহায্যে সহজে এবং যথাযথভাবে বুদ্ধবাণী বোঝা যায়। তাছাড়া, কালের বিবর্তনে বা অন্য কোনো কারণবশত ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুতে সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে কি না তাও অট্ঠকথার সাহায্যে সহজে নির্ণয় করা যায়। যথাযথভাবে ত্রিপিটক অনুবাদের ক্ষেত্রেও অট্ঠকথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অট্ঠকথা পাঠ করে বুদ্ধের সময়কাল থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। অট্ঠকথার পরবর্তীকালে বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সংঘের ইতিহাস নিয়ে পালি ভাষায় অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। অট্ঠকথার সাহায্যে সেসব গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় করা যায়। অট্ঠকথায় উদ্ধৃতিসহ প্রচুর শব্দার্থ পাওয়া যায়। এগুলোর সাহায্যে আধুনিক অভিধান রচনা করা সম্ভব। অট্ঠকথা সাহিত্যের ভাষাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পালি সাহিত্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়।

কুইজ অ্যাসেসমেন্ট ছক

D	C	B	A
০-২টি	৩-৪টি	৫-৬টি	৭-৮টি

কুইজ-৫

প্রশ্ন-১. ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুসমূহ কীসে ব্যাখ্যা করা হয়েছে?

প্রশ্ন-২. অট্ঠকথার সাহায্যে কীরূপে বুদ্ধবাণী বোঝা যায়?

প্রশ্ন-৩. কালের বিবর্তনে ত্রিপিটকে সংযোজন-বিয়োজন বা পরিবর্তন-পরিবর্ধন ঘটেছে কি না তা কী দ্বারা বোঝা যায়?

প্রশ্ন-৪. অট্ঠকথার সাহায্যে যথাযথভাবে কী অনুবাদ করা যায়?

প্রশ্ন-৫. অট্ঠকথার সাহায্যে কোন দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস জানা যায়?

প্রশ্ন-৬. অট্ঠকথা হতে প্রাপ্ত উদ্ধৃতি ও শব্দার্থ থেকে কী রচনা করা সম্ভব?

প্রশ্ন-৭. কাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে পালি সাহিত্যের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্ধারণ করা যায়?

প্রশ্ন-৮. অট্ঠকথার সাহায্যে কোন গ্রন্থের ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় করা যায়?

Tutor কুইজের উত্তর মিলিয়ে নিতে পৃষ্ঠা ১৬০ দেখো।

কুইজের উত্তরমালা

কুইজ-১	১। 'অর্থ'; ২। অর্থকথার বা ভাষ্য; ৩। অট্ঠকথা; ৪। স্বল্পজ্ঞানী লোকদের; ৫। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণ; ৬। প্রথম সঙ্গীতিতে; ৭। সিংহলরাজ বট্টগামিণীর; ৮। পঞ্চম শতাব্দীতে।
কুইজ-২	১। ৩টি; ২। পাঁচটি; ৩। আচার্য বুদ্ধঘোষ; ৪। দু'টি; ৫। সমন্তপাসাদিকা; ৬। কঙ্খাবিতরণী; ৭। অভিধর্মের অর্থকথাগুলোতে; ৮। আচার্য বুদ্ধঘোষ।
কুইজ-৩	১। বুদ্ধদত্তকে; ২। 'গন্ধবংস'; ৩। খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগ হতে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে; ৪। ভারতের ত্রিচিনপোলির উরগপুরে; ৫। সমসাময়িক; ৬। সিংহলে; ৭। সিংহলের মহাবিহারে; ৮। পদ্যে।
কুইজ-৪	১। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে; ২। জম্বুদ্বীপের; ৩। কাঞ্চিপুরায়; ৪। সুন্দর ও সৎ স্বভাবের; ৫। এক রাজকন্যার; ৬। 'পদরতিত্থ' বা 'বদরিত্থ'; ৭। পঞ্চম নিকায়; ৮। দেবতা।
কুইজ-৫	১। অট্ঠকথাসমূহে; ২। সহজে এবং যথাযথভাবে; ৩। অট্ঠকথা; ৪। ত্রিপিটক এবং পালি সাহিত্য; ৫। প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার; ৬। আধুনিক অভিধান; ৭। অট্ঠকথা সাহিত্যের ভাষাকে; ৮। পালি ভাষায় রচিত বুদ্ধ এবং বৌদ্ধ সংঘের ইতিহাস গ্রন্থের।

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

শূন্যস্থান ও বর্ণনামূলক প্রশ্ন

Tutor এখানে অনুশীলনের জন্যে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে সৃজনশীল প্রশ্নের উত্তর করতে সহায়তা করবে।

▶ শূন্যস্থান পূরণ

১. বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষার যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে —— বলে।

২. অট্ঠকথার সাহায্যে যথাযথভাবে —— সাহিত্য অনুবাদ করা যায়।

৩. সমকালীন —— তিনি শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।

৪. গন্ধবংস গ্রন্থে বুদ্ধদত্তকে ভারতের —— হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

৫. ধর্মপাল —— জন্মগ্রহণ করেন।

উত্তর: ১. অট্ঠকথা; ২. ত্রিপিটক এবং পালি; ৩. পণ্ডিতদের; ৪. আচার্য; ৫. খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে।

▶ বর্ণনামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১. অট্ঠকথা রচনার পটভূমি ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: অট্ঠকথা গ্রন্থগুলো বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধর্মগ্রন্থ। বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্ঠকথা বলে।

অট্ঠকথা রচনার পটভূমি: গৌতম বুদ্ধ ধর্ম প্রচারের পর নানা মতের ও নানা গোত্রের বহু শ্রেণির মানুষ বুদ্ধের ধর্মের মত গ্রহণ করেন। ফলে বুদ্ধের জীবিতকালেই বিভিন্ন জনের বিভিন্ন প্রশ্নের উদ্রেক হতো। বুদ্ধ সকল প্রশ্নের উত্তর ও ব্যাখ্যা প্রদান বিষয়ের ব্যাখ্যার ভার প্রধান শিষ্যদের উপর অর্পণ করেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—

আনন্দ, মহাকশ্যপ, মহাকচ্চায়ন, মহাকোষ্ঠিত, সারিপুত্র, মৌদ্গল্যায়ন প্রমুখ বিখ্যাত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। বুদ্ধের অবর্তমানে তাঁরা উত্থাপিত বিষয়ের ব্যাখ্যা প্রদানে সমাধান করতেন। বুদ্ধ এবং শিষ্যগণের এসব ব্যাখ্যামূলক সমাধানকে অট্ঠকথার সূচনাকাল বলা হয়।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর প্রথম মহাসঙ্গীতি হলেও ত্রিপিটক লিখিত হয় নি। তৃতীয় সঙ্গীতির পর ত্রিপিটক লিখিত আকারে রাখার ব্যবস্থা হয়। এ সময় অট্ঠকথাসমূহ সংগৃহীত হয়। খ্রি. পূর্ব ১ম শতকে সিংহলরাজ বট্টগামিনীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসমূহ সিংহলি ভাষায় তালপত্রে লিখা হয়। কিন্তু তা ভারতবর্ষে পাওয়া যেত না। তাই খ্রিষ্টীয় ৫ম শতাব্দীর দিকে বুদ্ধঘোষ বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, মহানাম এবং উপসেন প্রমুখ পন্ডিতগণ সিংহলে গিয়ে অট্ঠকথাসমূহ পালি ভাষায় রচনা করেন। এভাবে অট্ঠকথাসমূহ বর্তমানের রূপ পরিগ্রহ করে।

পরিশেষে বলা যায়, অট্ঠকথাসমূহ মহামূল্যবান গ্রন্থ। বৌদ্ধধর্ম দর্শনের বিস্তৃত ব্যাখ্যা এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির সার্বিক পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। তাই চার ভাগে বিভক্ত অট্ঠকথার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন-২. সুত্ত ও অভিধম্ম পিটকের অট্ঠকথা সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা দাও।

উত্তর: বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলোকে অট্ঠকথা বলা হয়। এ অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকে ৩টি বিভাগের গ্রন্থসমূহের বিস্তৃত ব্যাখ্যা। সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম পিটকের ভিন্ন ভিন্ন অট্ঠকথা রয়েছে।

সুত্ত পিটকের অর্থকথা: আমরা জানি, সুত্ত পিটক ৫ ভাগে বিভক্ত। এ পাঁচভাগের ৫টি নিকায়ের আলাদা অট্ঠকথা রয়েছে; যেমন:

দীঘ নিকায়	সুমঙ্গলবিলাসিনী
মধ্যম নিকায়	পপঞ্চসূদনী
সংযুক্ত নিকায়	সারত্থপকাসনী
অঙ্গুত্তর নিকায়	মনোরথপূরণী
খুদ্দক নিকায়	পমত্থদীপনী, পরমত্থজোতিকা ইত্যাদি

আচার্য বুদ্ধঘোষ, আচার্য ধর্ম পাল, আচার্য উপসেন, আচার্য মহানাম প্রমুখ বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিত ভিক্ষুগণ এ অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন।

অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথা: আমরা জানি অভিধর্ম পিটক সাত ভাগে বিভক্ত। নিচে অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাসমূহের সম্যক ধারণা দেয়া হলো—

মূলগ্রন্থ	অট্ঠকথার নাম
ধম্মসঙ্গণি	অত্থসালিনী
বিভঙ্গ	সম্মোহবিনোদনী
ধাতুকথা	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (১)
পুগ্গলপঞ্ঞত্তি	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (২)
কথাবত্থু	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৩)
যমক	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৪)
পট্ঠান	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৫)

অভিধর্মের জটিল ও দুর্ভেদ্য বিষয়সমূহ এ অট্ঠকথাগুলোতে বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিশেষ করে বৌদ্ধ দর্শনের সম্যক ধারণা এতে লাভ করা যায়। আচার্য বুদ্ধঘোষ এ অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন।

এভাবে সংক্ষিপ্তাকারে সুত্ত পিটক ও অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাসমূহের সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

প্রশ্ন-৩. অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বর্ণনা করে।

উত্তর: অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের জীবন ও কর্ম বিশাল ও বিচিত্র। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর সম্পর্কে যা জানা যায় তা নিম্নে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হলো।

বুদ্ধদত্তের জীবন: বৌদ্ধ সাহিত্যে আমরা অট্ঠকথা রচয়িতা আচার্য বুদ্ধদত্তের জীবন সম্পর্কে তেমন কিছু পাই না। লেখকের জন্ম, বাল্যকাল, শিক্ষা, দীক্ষা ও জীবনচর্চা সম্পর্কে সামান্যই আলোকপাত করা যায়। 'গন্ধবংস' নামক গ্রন্থে তাঁকে ভারতের আচার্য বলা হয়েছে। তিনি খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষভাগ হতে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির উরগপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন বলে জানা যায়। বিভিন্ন গ্রন্থে আচার্য বুদ্ধঘোষ এবং আচার্য বুদ্ধদত্ত সমসাময়িক বলে উল্লেখ করা হয়েছে। বুদ্ধদত্ত সিংহলে গিয়ে অট্ঠকথা রচনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা: উরগপুরের অধিবাসী বুদ্ধদত্ত সিংহলের মহাবিহারে দীক্ষা গ্রহণ করেন। অভিধর্মাবতার ও রূপারূপ বিভাগ গ্রন্থ হতে জানা যায়, তিনি মহাবিহারে ধর্ম বিনয় শিক্ষা করেছিলেন।

তাঁর কীর্তিসমূহ: বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু এবং ভাষ্যকার। তিনি সমথ ও বিদর্শন ভাবনায় অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ অধিকাংশ পদ্যে রচিত। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি ৩১৮৩ গাথায় বিনয়বিনিচ্ছয়, ৯৬৯টি গাথায় উত্তরবিনিচ্ছয় এবং ১৪১৫টি গাথায় অভিধম্মাবতার গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন। তাঁর সাহিত্যকর্মগুলো হলো—

১. মধুরত্থবিলাসীনি (বুদ্ধবংসট্ঠকথা); ২. বিনয়বিনিচ্ছয়;
৩. উত্তরবিনিচ্ছয়; ৪. অভিধম্মাবতার; ৫. রূপারূপবিভাগ;
৬. জিনলংকার; ৭. দন্তবংস বা দাঠাবংস; ৮. ধাতুবংস; ৯. বোধিবংস;

এ মহান মনীষীর মৃত্যু সম্পর্কে বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, তিনি সিংহল হতে আসার পরেই মৃত্যুবরণ করেন। খুব্ সম্ভবত দক্ষিণ ভারতেই তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন।

প্রশ্ন-৪. অট্ঠকথাচার্য ধর্মপালের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করো।

উত্তর: অট্ঠকথাচার্যদের মধ্যে আচার্য ধর্মপাল ছিলেন অন্যতম। তাঁর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে জানা না গেলেও অট্ঠকথা, টীকা, অনুটীকা লেখার কারণে বৌদ্ধ জগতে তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণীয় ও পূজনীয়।

জন্মস্থান ও সময়কাল: ধর্মপালকে 'গন্ধবংস' নামক গ্রন্থে ভারতের বা জম্বুদ্বীপের আচার্য বলা হয়েছে। ঐতিহাসিক হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাল্যকাল হতেই সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাথে রাজকন্যার বিবাহের কথা ঠিক হলে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হন। তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে মুক্তির পথ প্রার্থনা করার রাত্রে এক দেবতা এসে তাঁকে নিয়ে যান। তাকে দূরের এক পর্বতে নিয়ে গেলে পর্বতস্থিত বিহারের ভিক্ষু তাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের 'পদরতিথ' বা বদরিত্থ বিহারে বসবাস করতেন। তিনি থেরবাদী ভিক্ষু ছিলেন।

সাহিত্যকর্মে অবদান: আচার্য ধর্মপাল পঞ্চম নিকায় বা খুদ্দক পাঠের উপর ভাষ্যগ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর সাহিত্য কর্মসমূহ নিম্নরূপ—

১. নেত্তিপকরণট্ঠকথা; ২. ইতিবুত্তকট্ঠকথা; ৩. উদানট্ঠকথা;
৪. চরিয়াপিঠটকট্ঠকথা; ৫. থেরগাথাট্ঠকথা; ৬. থেরীগাথাট্ঠকথা;
৭. বিমলবিলাসিনী বা বিমানবত্থু; ৮. বিমলবিলাসিনী বা পেতবত্থু অট্ঠকথা।

এছাড়াও তিনি ৭টি টীকাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এ মহান মনীষী দক্ষিণ ভারতে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১০৯টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ■ ৬২টি সাধারণ ■ ২৪টি বহুপদী সমাপ্তিসূচক ■ ২৩টি অভিন্ন তথ্যভিত্তিক

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যেসব প্রশ্ন হতে পারে সেগুলো কমন পাওয়ার জন্য দেওয়া হয়েছে প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

১. 'অট্ঠ' শব্দের বাংলা কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫।

ক অতীত   খ অর্থ
গ অষ্ট   ঘ অথৈ   **খ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- 'অট্ঠ' শব্দের অর্থ– অর্থ।
- 'কথা' শব্দের অর্থ– কথা/ব্যাখ্যা।
- অর্থ বর্ণনা করে বলেই– অট্ঠকথা।
- 'অট্ঠ' এবং 'কথা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত– পালি অট্ঠকথা।
- যে গ্রন্থ শব্দের অর্থ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে বলা হয়– অট্ঠকথা।
- অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে বলা হয়– অর্থ বা ভাষ্য।
- অট্ঠকথা বলতে বোঝায়– অর্থ কথা, ভাষ্য, অর্থ বর্ণনা, অর্থবাদ ব্যাখ্যা ইত্যাদি।
- 'অর্থ বর্ণনা করে বলেই অট্ঠকথা' একথা বলা হয়েছে– সারথদীপনী গ্রন্থে।

২. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা পরিলক্ষিত হয় না, কারণ– ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫।

i. ধর্মপালন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল
ii. তাঁদের সকলের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল
iii. সকল সুযোগ-সুবিধা একই ছিল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i ও ii   খ ii ও iii   গ i ও iii   ঘ i, ii ও iii   **ঘ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- জাতি, বর্ণভেদে সমাজে উঁচু-নিচু ভেদাভেদকে বলা হয়– জাতিভেদ প্রথা।
- জাতিভেদ প্রথা প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল– হিন্দু সমাজে।
- হিন্দু সমাজে জাতিভেদের স্তর ছিল– চারটি।
- বুদ্ধের সাম্যনীতির কারণে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না– জাতিভেদ প্রথা।
- ধর্মপালন সবার জন্য উন্মুক্ত ছিল– বৌদ্ধধর্মে।
- সকলের প্রবেশাধিকার ছিল বুদ্ধের– ভিক্ষুসঙ্ঘে।
- ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সবার সুযোগ-সুবিধা একই ছিল– ভিক্ষুসঙ্ঘে।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
রমেশ তালুকদার ত্রিপিটকের একটি গ্রন্থ পড়ে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের পালনীয় শীলের ব্যাখ্যা জানতে পারেন। যাতে ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা থেকে শুরু করে নৈতিক চরিত্র গঠনের নিয়মসমূহ নিহিত ছিল।

৩. রমেশ তালুকদারের পঠিত বিষয়গুলো কোন গ্রন্থে নিহিত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪১।

ক পরিবার পাঠ   খ খন্ধক
গ সুত্ত বিভঙ্গ   ঘ ভিক্ষুণী বিভঙ্গ   **গ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- বিনয় পিটকের শেষ গ্রন্থ– পরিবার পাঠ।
- বিনয় পিটকের দ্বিতীয় ভাগের নাম– খন্ধক।
- বিনয় পিটকের প্রথম গ্রন্থ– সুত্ত বিভঙ্গ।
- সুত্ত বিভঙ্গ শব্দের অর্থ হলো– সূত্র ব্যাখ্যা।
- ভিক্ষুণীদের প্রতিপালনীয় নিয়মগুলো লিপিবদ্ধ আছে– ভিক্ষুণী বিভঙ্গে।
- পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে বলা হয়– কঙ্খাবিতরণী।

৪. উক্ত গ্রন্থ পাঠ করে জানা যায়— ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৪১।

i. ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিধিবিধান
ii. বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা
iii. ত্রিপিটকের পরিচিতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক i   খ i ও ii   গ ii ও iii   ঘ i, ii ও iii   **খ**

প্রশ্ন ও উত্তর সম্পর্কিত আরও তথ্য

- মহামতি বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণীর সংকলন হলো– ত্রিপিটক।
- ত্রি এবং পিটক শব্দের সমন্বয়ে গঠিত– ত্রিপিটক।
- পিটক শব্দের অর্থ হলো– আধার/ঝুড়ি।
- ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিধিবিধান হলো– বিনয় পিটক।
- বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের বিনয়বিধান পরিচিত– পাতিমোক্খ নামে।
- ভিক্ষুদের দৈনন্দিন জীবনচর্চা নিয়ন্ত্রিত হয়– বিনয় বিধান দ্বারা।
- ত্রিপিটকের পরিচিতি পাওয়া যায়– অট্ঠকথা সাহিত্যে।
- সুত্তবিভঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় বিধানসমূহ পরিচিতি– পাতিমোক্খ নামে।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

এখানে বিগত সালের শিখনফল বিশ্লেষণের আলোকে এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে, যাতে তুমি প্রশ্নের গুরুত্ব বুঝে অনুশীলন করতে পারো। প্রতিটি প্রশ্নের সঙ্গে সূত্র হিসেবে রয়েছে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা নম্বর, যা দেখে তুমি পাঠ্যবই দাগিয়ে নিয়ে লাইনটি আয়ত্ত করতে পারবে।

৫. মহাকচ্চায়নকে বুদ্ধ 'ধর্মদর্শন ব্যাখ্যায়' সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছিলেন কেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭১ /সকল বোর্ড ২০১৮/

ক কঠোর পরিশ্রমী ছিলেন বলে
খ সহজ-সরলভাবে দেশনা করতেন বলে
গ ঋদ্ধিজ্ঞানের অধিকারী ছিলেন বলে
ঘ ঘনিষ্ঠ সহচর ছিলেন বলে   **খ**

বুদ্ধের অনুপস্থিতিতে নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ বুদ্ধের দেশনাসমূহ ভিক্ষুদের অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতেন। নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধ অনেককে তাঁর ধর্মোপদেশ তথা ধর্মদর্শন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম মনে করতেন। এক্ষেত্রে মহাকচ্চায়ন, সারিপুত্র এবং মহাকোট্ঠিত থের অগ্রগণ্য। বুদ্ধের জীবদ্দশায় ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় মহাকচ্চায়ন প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন।

৬. সিংহলরাজ বট্টগামিনী অট্ঠকথাসমূহ কিভাবে সংরক্ষণের উদ্যোগ নেন?
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৭ । [সিলেট বোর্ড ২০২০]
ক তালপত্রে খ মুদ্রণের মাধ্যমে
গ মার্বেল পাথরে ঘ টেপ রেকর্ডারে **ক**

৭. অট্ঠকথা কয় ভাগে বিভক্ত? ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮ । [সিলেট বোর্ড ২০১৫]
ক দুই খ তিন গ চার ঘ পাঁচ **খ**

৮. পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কী বলে?
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮ । [চ. বো. ২০১৯]
ক কঙ্খাবিতরণী খ মনোরথপূরণী
গ সুমঙ্গলবিলাসিনী ঘ পপঞ্চসূদনী **ক**

৯. ধর্মপাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮২ । [সিলেট বোর্ড ২০১৯]
ক উরগপুরে খ সিংহলে
গ কাঞ্চিপুরায় ঘ জম্বুদ্বীপে **গ**

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে দেশনা দেন। ফলে তাঁর শিষ্যরা জটিল বিষয়গুলো সহজে বুঝতে পারত।
[সিলেট বোর্ড ২০২০]

১০. উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়টি পাঠ্যবইয়ের কীসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫ ।
ক সূত্র খ অট্ঠকথা
গ জাতক ঘ চরিতমালা **খ**

নিচের উদ্দীপকের আলোকে ১১ ও ১২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
মঙ্গলজ্যোতি ভিক্ষুর রচিত বেশিরভাগ গ্রন্থসমূহ পদ্যে রচিত। তিনি অতুলনীয় কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি নয়টি গ্রন্থ রচনা করলেও পাঁচটি গ্রন্থের প্রকৃত রচনাকারী হিসেবে স্বীকার করেন পন্ডিতগণ। তিনি মহাভাষ্যকার নামেও অভিহিত ছিলেন। [সকল বোর্ড ১৯]

১১. উদ্দীপকে মঙ্গলজ্যোতি ভিক্ষুর সাথে বৌদ্ধ ইতিহাসে কার চরিত্রের মিল রয়েছে? ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০ ।
ক বুদ্ধদত্ত খ ধর্মপাল
গ বুদ্ধঘোষ ঘ মহিপাল **ক**

১২. পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কী বলে?
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮ ।
ক অথসালিনী খ পপঞ্চসূদনী
গ কঙ্খাবিতরণী ঘ মনোরথপূরণী **গ**

শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত

এখানে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতায় শীর্ষস্থানীয় স্কুলের টেস্ট পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক সংকলিত এ প্রশ্নগুলোতে পাঠ্যবইয়ের পৃষ্ঠা ও স্কুলের সূত্র উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলোর অনুশীলন তোমাকে পরীক্ষার উপযোগী প্রশ্ন সম্পর্কে ধারণা দেবে।

১৩. 'কথা' শব্দের অর্থ কী? ◘ ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫ ।
[ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক বর্ণনা খ সাহিত্য
গ ধারণা ঘ অর্থ **ক**

১৪. অট্ঠকথা কোন ভাষায় রচিত? ◘ ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫ ।
[হাটহাজারী পার্বতী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক ইংরেজি খ আরবি
গ বাংলা ঘ পালি **ঘ**

১৫. অট্ঠকথা বলতে বোঝায়? ◘ ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫ ।
[অপর্ণাচরণ সরকারি কলেজী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক অর্থশাস্ত্র খ অর্থকথা
গ অট্ঠের কথা ঘ জ্ঞানের কথা **খ**

১৬. কমল একটি গ্রন্থ রচনা করেছে যেটির মাধ্যমে শব্দের অর্থ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কমলের গ্রন্থের সাথে মিল রয়েছে— ◘
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫ । [অপর্ণাচরণ সরকারি কলেজী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক ত্রিপিটক খ অট্ঠকথা
গ নৈতিকরণ ঘ সারত্থদীপনী **খ**

১৭. বুদ্ধবাণীর দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক, উহ্য এবং জটিল বিষয়সমূহ পন্ডিত ভিক্ষুগণ অর্থ সহকারে ব্যাখ্যা করতো। এর যৌক্তিক কারণ কোনটি? ◘
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৭ । [হাটহাজারী পার্বতী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক পুণ্যলাভ খ বুঝার সুবিধা
গ বুদ্ধের নির্দেশ ঘ অর্থের বিনিময় **গ**

১৮. বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ কীসে রচিত? ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০ ।
[হলি ক্রস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা]
ক পদ্যে খ গদ্যে
গ উপন্যাসে ঘ মহাকাব্যে **ক**

১৯. বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোষকে আবুসো বলে সম্বোধন করেন। এর থেকে জানা যায়— ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০ । [রাঙামাটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
ক উভয়ই সমসাময়িক খ বুদ্ধদত্ত বয়োজ্যেষ্ঠ
গ বুদ্ধঘোষ বয়োজ্যেষ্ঠ ঘ বুদ্ধদত্ত বুদ্ধঘোষের শিষ্য **খ**

২০. কার অনুরোধে আচার্য বুদ্ধঘোষ সুমঙ্গল বিলাসিনী গ্রন্থটি রচনা করেন?
◘ ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০ । [ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক জ্যোতিপাল থের খ বুদ্ধদত্ত
গ বুদ্ধিমি ও থের ঘ ভদন্তথের **খ**

২১. পন্ডিতগণ বুদ্ধদত্তকে বুদ্ধঘোষের বয়োজ্যেষ্ঠ মনে করেন কেন?
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০ । [অপর্ণাচরণ সরকারি কলেজী উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক আগে অট্ঠকথা রচনা করায় খ বিনয় বিনিচ্ছয় রচনা করায়
গ আবুসো বলে সম্বোধন করায় ঘ অট্ঠকথা রচনা করতে বলায় **গ**

২২. বুদ্ধদত্ত কোথায় মৃত্যুবরণ করেন বলে ধারণা করা হয়? ◘
◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮১ । [ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক সিংহলে খ দক্ষিণ ভারতে
গ তিব্বতে ঘ মহারাষ্ট্রে লিখে **খ**

২৩. সুবল বালক বয়স থেকেই সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী। যা তার সমৃদ্ধ জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। সুবলের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে— ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮২ । [হাটহাজারী পার্বতী মডেল উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক বুদ্ধদত্তের খ বুদ্ধঘোষের
গ মহানামের ঘ ধর্মপালের **ঘ**

২৪. পরমত্থদীপনী নামক অট্ঠকথা রচনা কে করেন? ◂ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩ ।
[ডা: খাস্তগীর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, চট্টগ্রাম]
ক আচার্য বুদ্ধঘোষ খ আচার্য মহানামা
গ আচার্য বুদ্ধদত্ত ঘ আচার্য ধর্মপাল **ঘ**

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন ও উত্তর — বিষয়বস্তুর ধারাক্রম অনুসারে

পাঠ্যবইটি পড়ো অথবা **Audio Book** থেকে টপিকটি শোনো। গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মনে রাখতে **TOP 10 TIPS** দেখো। এরপর হাত দিয়ে উত্তর ঢেকে প্রশ্নগুলো অনুশীলন করো। মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে অধ্যায়টির সকল টপিকের ওপর বহুনির্বাচনি প্রশ্নের প্রস্তুতি সম্পন্ন হবে তোমার।

★★ পাঠ-১: অট্ঠকথার ধারণা ও রচনার পটভূমি
পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৭৫

TOP 10 TIPS

১. অট্ঠ শব্দের অর্থ– অর্থ।
২. কথা শব্দের অর্থ– কথা/ব্যাখ্যা।
৩. 'অট্ঠ' এবং 'কথা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত– পালি অট্ঠকথা।
৪. যে গ্রন্থ শব্দের অর্থ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে বলা হয়– অট্ঠকথা।
৫. অর্থ বর্ণনা করে বলেই– অট্ঠকথা বলা হয়েছে— সারত্থদীপনী গ্রন্থে।
৬. অট্ঠকথা সাহিত্যে যথোপযুক্ত অর্থসহ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়– বুদ্ধবাণীর।
৭. মহাকচ্চায়নকে ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় সর্বাগ্রে স্থান দেন– বুদ্ধ।
৮. অট্ঠকথাসমূহ তালপত্রে সংরক্ষিত হয়— রাজা বট্টগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায়।

◘ চিহ্নিত প্রশ্নগুলো একাধিক স্কুলের নির্বাচনি পরীক্ষায় আসা প্রশ্ন।

৯. বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত, ধর্মপাল, মহানাম ও উপসেন অট্ঠকথাসমূহ রচনা করেন— খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে।

১০. নির্ভরশীল সাহিত্যকর্ম— অট্ঠকথা।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

২৫. 'অট্ঠকথা' শব্দের অর্থ কী? *(জ্ঞান)*
ক বিষয়বস্তু খ অর্থ বর্ণনা
গ বৈশিষ্ট্য ঘ স্বরূপ — খ

অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে 'অর্থকথা' বা 'ভাষ্য', ইংরেজিতে 'Commentary' বলা হয়। অতএব অট্ঠকথা বলতে অর্থকথা, ভাষ্য, অর্থ বর্ণনা, অর্থবাদ, ব্যাখ্যা ইত্যাদি বোঝায়। সাধারণত যে গ্রন্থ শব্দের অর্থবর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে অট্ঠকথা বলে।

Tutor উপরের চিহ্নটি দিয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশ্নটির উত্তরের ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। কঠিন প্রশ্নগুলো ভালোভাবে বুঝে নিতে এ ব্যাখ্যা তোমাকে সাহায্য করবে।

২৬. 'অর্থ বর্ণনা করে বলেই অট্ঠকথা'— কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? *(জ্ঞান)*
ক পট্ঠান খ ধাতুকথা
গ ত্রিপিটক ঘ সারত্থদীপনী — ঘ

২৭. 'অত্থো কথিয়তি এত্তায়তি অট্ঠকথা'— এটি কোন গ্রন্থে বলা হয়েছে? *(জ্ঞান)*
ক ধর্মপদ খ ধাতুকথা
গ পট্ঠান ঘ সারত্থদীপনী — ঘ

২৮. পালি ভাষায় রচিত বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক সাহিত্যকর্মকে কী বলে? *(জ্ঞান)*
ক অট্ঠকথা খ জাতক
গ ত্রিপিটক ঘ ধম্মকথা — ক

২৯. কীভাবে বুদ্ধবাণী সহজে ও যথাযথভাবে বোঝা যায়? *(অনুধাবন)*
ক ত্রিপিটকের সাহায্যে খ বৌদ্ধ সঙ্ঘের মাধ্যমে
গ পালি সাহিত্যের মাধ্যমে ঘ অট্ঠকথার মাধ্যমে — ঘ

৩০. ত্রিপিটকের অনেক শব্দ দুর্বোধ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। এর যথার্থ কারণ কোনটি? *(অনুধাবন)*
ক ভাষার পরিবর্তন খ সময়ের পরিবর্তন
গ লেখার পরিবর্তন ঘ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন — ক

৩১. বুদ্ধবাণীর যুগোপযোগী এবং সহজ-সরল অর্থযুক্ত ব্যাখ্যা হিসেবে যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয়েছিল তাকে কী হিসেবে অভিহিত করা হয়? *(অনুধাবন)*
ক সুত্তবিভঙ্গ খ কথাবত্থু
গ পট্ঠান ঘ অট্ঠকথা — ঘ

৩২. ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় বুদ্ধ কাকে সর্বাগ্রে স্থান দেন? *(জ্ঞান)*
ক মৌদ্গল্যায়ন খ মহাকোট্ঠিত
গ মহাকচ্চায়ন ঘ মহাকশ্যপ — গ

৩৩. রাজা বট্টগামনীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসমূহ কীভাবে সংরক্ষণ করা হয়? *(জ্ঞান)*
ক গাছের বাকলে লিখে খ দেয়ালে লিখে
গ তালপত্রে লিখে ঘ পশুর চামড়ায় লিখে — গ

৩৪. সিংহলের কোন মহাবিহারের তাম্রপত্রে অট্ঠকথাসমূহ সংরক্ষিত ছিল? *(জ্ঞান)*
ক ক্যান্ডিতে খ কলম্বোতে
গ জাফনায় ঘ অনুরাধাপুরায় — ঘ

৩৫. 'অট্ঠকথা' কোন ধরনের সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত? *(জ্ঞান)*
ক নির্ভরশীল খ স্বনির্ভর
গ স্বতন্ত্র ঘ কৃত্রিম — গ

৩৬. ঝিনুদাস বড়ুয়া প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ইতিহাস জানতে চায়। এর জন্য প্রয়োজন— *(প্রয়োগ)*
ক ত্রিপিটক খ বুদ্ধবাণী শ্রবণ
গ অট্ঠকথা পাঠ ঘ ধ্যান করে দীক্ষা নেওয়া — গ

৩৭. শ্রমণ জ্যোতিঃপাল এমন একজন রাজার কথা স্মরণ করেন যিনি সিংহলি ভাষায় অট্ঠকথা সংরক্ষণে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছিলেন। কার সাথে এ বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? *(প্রয়োগ)*
ক বিম্বিসার খ কণিষ্ক
গ অশোক ঘ বট্টগামনী — ঘ

৩৮. অট্ঠকথাসমূহের মূল আলোচ্য বিষয়সমূহ ছিল কোনটি? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক বুদ্ধের ধর্ম দর্শন খ শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম দর্শন
গ রামের জীবনকথা ঘ বুদ্ধদত্তের জীবনকথা — ক

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৩৯. অট্ঠকথা বলতে বোঝায়— *(অনুধাবন)*
i. অর্থকথা
ii. ভাষ্য
iii. অর্থবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৪০. অট্ঠকথা সাহিত্য অনন্য উৎস হচ্ছে— *(অনুধাবন)*
i. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের
ii. প্রাচীন শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের
iii. প্রাচীন রোমের ইতিহাসের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ক

৪১. ত্রিপিটকের জটিল বিষয়সমূহ অট্ঠকথায় উপস্থাপন করা হয়— *(অনুধাবন)*
i. উদাহরণের সাহায্যে
ii. উপমার সাহায্যে
iii. গল্প ও ব্যাখ্যার সাহায্যে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৪২. আচার্য মহানাম পালি ভাষায় বর্তমান কালের অট্ঠকথা রচনা করেন। এর সাথে মিল রয়েছে— *(প্রয়োগ)*
i. বুদ্ধঘোষ
ii. বুদ্ধদত্ত
iii. ধর্মপাল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

৪৩. অট্ঠকথার উপযোগিতার কারণ হলো এটি বুদ্ধ বাণীর ভাষ্য হিসেবে— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. সহজ সরল অর্থযুক্ত
ii. ব্যাখ্যামূলক
iii. যুগোপযোগী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii — ঘ

সাধারণত অট্ঠকথা বা ভাষ্য বলতে বোঝায় একজনের প্রজ্ঞা ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে প্রাচীন পাঠের নতুন এবং যুগোপযোগী বোধগম্য অর্থ ও ব্যাখ্যা প্রদান করা, যা মূল পাঠের যথোপযুক্ত অর্থ ও ভাব যথাযথভাবে ধারণ করে রাখে।

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৪৪ ও ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি গ্রন্থ পাঠ করে দীপু প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, অর্থনীতি প্রভৃতি সম্পর্কে জানতে পারে। বিভিন্ন ধরনের অভিধান রচনা ও গবেষণায় উক্ত গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Tutor পাঠ্যবইয়ে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো দাগিয়ে রাখলে পঠিত বিষয়গুলো মনে রাখা সহজ হয়। এরূপ গুরুত্বপূর্ণ লাইনের তথ্যসমূহ **Top 10 Tips** হিসেবে দেওয়া হয়েছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ো এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নগুলোর সাথে মিলিয়ে দেখো।

৪৪. দীপুর পঠিত গ্রন্থের সাথে কোনটির মিল রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক ত্রিপিটক খ অট্ঠকথা
গ পালি সাহিত্য ঘ টীকা গ্রন্থ **খ**

৪৫. যেসব ক্ষেত্রে উক্ত সাহিত্যের গুরুত্ব অধিক— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণা
ii. অভিধান রচনা
iii. ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৬ ও ৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
আনন্দ মহাথের আজ একটি প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা সভা পরিচালনা করেন। উক্ত সেমিনারে বুদ্ধের ধর্ম দর্শন ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়। এ সাহিত্য পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়; এটি একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম।

৪৬. উদ্দীপকে কোন সাহিত্যের পরিচয় রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক বাংলা খ ইংরেজি
গ পালি ঘ অট্ঠকথা **গ**

৪৭. উক্ত অট্ঠকথা শব্দের অর্থ হচ্ছে— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. কথা ii. অর্থবাদ
iii. ব্যাখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৪৮ ও ৪৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
কবিতা এমন এক প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে জানতে পারে যা ছিল মূলত বৌদ্ধধর্ম দর্শন সহজ করে বোঝানোর জন্য সৃষ্ট সাহিত্য। খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর দিকে সিংহলি ভাষা থেকে বর্তমান কালের অট্ঠকথাসমূহ রচনা করা হয়।

৪৮. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত সাহিত্যমূলত কীসের ভিত্তিতে রচিত হয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক ত্রিপিটক খ সুত্ত পিটক
গ বিনয় পিটক ঘ অভিধর্ম পিটক **ক**

৪৯. উক্ত সাহিত্যের রচয়িতা ছিলেন— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. বুদ্ধঘোষ ii. বুদ্ধদত্ত
iii. গৌতম বুদ্ধ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

★★ পাঠ-২: অট্ঠকথার বিষয়বস্তু ও পরিচিতি | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৭৮

TOP 10 TIPS

১. বুদ্ধবাণীর ভাষ্য গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত— অট্ঠকথা।
২. বুদ্ধের মূলবাণীর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে— অট্ঠকথায়।
৩. খুদ্দক নিকায়ে গ্রন্থ আছে— ষোলটি।
৪. সুমঙ্গলবিলাসিনী রচনা করেন— আচার্য বুদ্ধঘোষ।
৫. দীঘ নিকায়ের অট্ঠকথা— সুমঙ্গলবিলাসিনী।
৬. পরমত্থদীপনী গ্রন্থটি রচনা করেন— আচার্য ধর্মপাল।
৭. বিনয় পিটক বিভক্ত— তিন ভাগে।
৮. পাতিমোক্খের আলোকে রচিত— কঙ্খাবিতরণী।
৯. আচার্য বুদ্ধঘোষ ভদন্ত থের-এর অনুরোধে রচনা করেছিলেন— মনোরথপূরণী।
১০. ধম্মপদট্ঠকথা রচনা করেন— আচার্য বুদ্ধঘোষ।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৫০. কোন গ্রন্থটিকে বুদ্ধবাণীর ভাষ্য গ্রন্থ বলা যায়? *(জ্ঞান)*
ক অট্ঠকথা খ ধম্মকথা
গ জাতক ঘ ত্রিপিটক **ক**

৫১. বুদ্ধের মূলবাণীর বিস্তারিত তথ্য ও ব্যাখ্যামূলক টীকা বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসে কী নামে পরিচিত? *(জ্ঞান)*
ক অনুত্তর নিকায় খ ধম্মসঙ্গণী
গ অট্ঠকথা ঘ পট্ঠান **গ**

৫২. খুদ্দক নিকায়ে কয়টি গ্রন্থ আছে? *(জ্ঞান)*
ক ১২টি খ ১৬টি
গ ১৫টি ঘ ২০টি **খ**

৫৩. 'সুমঙ্গলবিলাসিনী'— এ অট্ঠকথাটি কে রচনা করেন? *(জ্ঞান)*
ক বুদ্ধদত্ত খ বিম্বিসার
গ বুদ্ধঘোষ ঘ ধর্মপাল **গ**

৫৪. 'সদ্ধম্মপজ্জোতিকা' কয়টি গ্রন্থের অট্ঠকথা? *(জ্ঞান)*
ক ১টি খ ২টি
গ ৮টি ঘ ১৬টি **খ**

খুদ্দক নিকায়ের অনেকগুলো গ্রন্থের অট্ঠকথা একই নামে অভিহিত। যেমন— মহানিদ্দেস ও চুলনিদ্দেস গ্রন্থদ্বয়ের অট্ঠকথা 'সদ্ধম্মপজ্জোতিকা' নামে অভিহিত। আচার্য উপসেন 'সদ্ধম্মপজ্জোতিকা' রচনা করেন।

৫৫. বিনয় পিটক প্রধানত কয়ভাগে বিভক্ত? *(জ্ঞান)*
ক ৪টি খ ৩টি
গ ৫টি ঘ ৬টি **খ**

৫৬. পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কী বলা হয়? *(অনুধাবন)*
ক পপঞ্চসূদনী খ মনোরথপূরণী
গ কঙ্খাবিতরণী ঘ সমন্তপাসাদিকা **গ**

৫৭. সুগতা বড়ুয়া এমন একটি পিটকের কথা বলেন যা বৌদ্ধ দর্শন হিসেবে খ্যাত। কোন বিষয়ের সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? *(প্রয়োগ)*
ক বিনয় পিটক খ অনুত্তর নিকায়
গ সুত্ত পিটক ঘ অভিধর্ম পিটক **ঘ**

৫৮. মিত্রা মারমা সদ্ধোষবিনোদনী অট্ঠকথাটির লেখকের নাম তার শিক্ষকের কাছ থেকে জানেন। কার সাথে এ বিষয়ের সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? *(প্রয়োগ)*
ক বুদ্ধঘোষ খ বুদ্ধদত্ত
গ ধর্মপাল ঘ দণ্ডপাণি **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৫৯. খুদ্দক নিকায়ের অট্ঠকথাগুলো হচ্ছে— *(অনুধাবন)*
i. উদান
ii. ইতিবুত্তক
iii. বিমানবত্থু
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬০. 'পরমত্থদীপনী' সুত্ত পিটকের একটি অট্ঠকথা। এর সাথে বিনয় পিটকের মিল রয়েছে— *(প্রয়োগ)*
i. সমন্তপাসাদিকা
ii. কঙ্খাবিতরণী
iii. পপঞ্চসূদনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ক**

৬১. বৌদ্ধধর্মের গভীর দার্শনিক বিষয়সমূহ অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথায় উপস্থাপিত হয়েছে— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. জটিল ভাষায়
ii. প্রাঞ্জল ভাষায়
iii. সরল ভাষায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬২ ও ৬৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অট্ঠকথা সাহিত্যের একটি অংশ হলো সুত্ত পিটকের অট্ঠকথা। সূত্তপিটকের প্রথম চারটি নিকায়ের অট্ঠকথাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও খুদ্দক নিকায়ের অনেকগুলো গ্রন্থের অট্ঠকথা একই নামে পরিচিত।

৬২. সুত্ত পিটক কয় ভাগে বিভক্ত? *(প্রয়োগ)*
ক ২৫ খ ১৫
গ ১০ ঘ ৫ **ঘ**

৬৩. সুত্ত পিটকের অট্ঠকথা হলো– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. সুমঙ্গলবিলাসিনী
ii. পপঞ্চসূদনী
iii. মনোরথ পূরণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৪ ও ৬৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
বিনয় পিটক ত্রিপিটকের অন্যতম পিটক। এ পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে অট্ঠকথা রচিত হয়েছে।

৬৪. বিনয় পিটক প্রধানত কয় ভাগে বিভক্ত? *(প্রয়োগ)*
ক ছয় খ পাঁচ
গ চার ঘ তিন **গ**

৬৫. উক্ত পিটকের অট্ঠকথাসমূহ হলো– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. জাতকট্ঠকথা
ii. সমন্তপাসাদিকা
iii. কঙ্খাবিতরণী
কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **গ**

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬৬ ও ৬৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ত্রিপিটকের এমন একটি পিটক রয়েছে যা বৌদ্ধ দর্শন হিসেবে খ্যাত। এ পিটকের বিষয়বস্তু জটিল। এ পিটকের প্রতিটি গ্রন্থের অট্ঠকথা রচিত হয়েছে।

৬৬. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত পিটক কত ভাগে বিভক্ত? *(প্রয়োগ)*
ক আট খ সাত
গ ছয় ঘ পাঁচ **খ**

৬৭. উক্ত পিটকের অট্ঠকথাসমূহ হলো– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. অত্থসালিনী
ii. সম্মোহবিনোদনী
iii. পঞ্চপকরণট্ঠকথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

★ পাঠ-৩: অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৭৯

TOP 10 TIPS

১. গন্ধবংস গ্রন্থে ভারতের আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে– বুদ্ধদত্তকে।
২. কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল– উরগপুর।
৩. উরায়ুর স্থানটির প্রাচীন নাম– উরগপুর।
৪. খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন– বুদ্ধদত্ত।
৫. বিনয়বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে– ৩১৮৩টি গাথায়।
৬. উত্তর বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি রচিত হয়েছে– ৯৬৯টি গাথায়।
৭. বুদ্ধঘোষকে আবুসো বলে সম্বোধন করেন– বুদ্ধদত্ত।
৮. সমথ ও বিদর্শন ভাবনায় পারদর্শী ছিলেন– বুদ্ধদত্ত।
৯. বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ রচিত হয়েছে– পদ্যে।
১০. অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি রচিত হয়েছে– ১৪১৫টি গাথায়।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৬৮. অট্ঠকথা রচনাকারীদের মধ্যে কালজয়ী অট্ঠকথা রচয়িতা হচ্ছেন কে? *(জ্ঞান)*
ক মহানাম খ উপসেন
গ বুদ্ধঘোষ ঘ বুদ্ধদত্ত **ঘ**

৬৯. বুদ্ধদত্তের জন্ম কোথায়? *(জ্ঞান)*
ক দক্ষিণ ভারতে খ দক্ষিণ বঙ্গে
গ দক্ষিণ ত্রিপুরায় ঘ দক্ষিণ কলকাতায় **ক**

বিনয়বিনিচ্ছয় ও উত্তমবিনিচ্ছয় গ্রন্থে বুদ্ধদত্তকে উরগপুর নিবাসী উল্লেখ করা হয়েছে। অভিধম্মাবতার গ্রন্থ মতে, উরগপুর কাবেরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। পণ্ডিতগণ একমত যে, উরগপুর ছিল বর্তমান কালের দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির নিকটবর্তী উরায়ুর স্থানটির প্রাচীন নাম।

৭০. অভিধম্মাবতার গ্রন্থ মতে, উরগপুর কোন নদীর তীরে অবস্থিত ছিল? *(জ্ঞান)*
ক কাভি খ রোহিনী
গ গঙ্গা ঘ কাবেরী **ঘ**

৭১. অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত খ্রি.পূ.কত শতকে জন্মগ্রহণ করেছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক পঞ্চম খ ষষ্ঠ
গ সপ্তম ঘ অষ্টম **ক**

৭২. বিনয় বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি কতটি গাথায় রচিত? *(জ্ঞান)*
ক ৯৬৯ খ ১০৯৭
গ ১৪১৫ ঘ ৩১৮৩ **ঘ**

৭৩. 'উত্তরবিনিচ্ছয়'– গ্রন্থটি কে রচনা করেন? *(জ্ঞান)*
ক মহানাম খ ধর্মপাল
গ অশোক ঘ বুদ্ধদত্ত **ঘ**

৭৪. শিক্ষক বলেন, এই গ্রন্থটি বুদ্ধদত্ত দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যে রচনা করেছিলেন। কোন গ্রন্থের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক অভিধম্মাবতার খ জিনালংকার
গ ধাতুবংস ঘ বোধিবংস **ক**

৭৫. আচার্য বুদ্ধদত্তের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব কোনটি? *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক পদ্যে গাথায় বুদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যাকরণ
খ গদ্যে গাথায় বুদ্ধ দর্শনের ব্যাখ্যাকরণ
গ বৌদ্ধ সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা
ঘ পিটকের মর্মগাথা উপলব্ধিতে **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৭৬. আচার্য বুদ্ধদত্ত রচনা করেছিলেন– *(অনুধাবন)*
i. জিনালংকার
ii. দন্তবংস
iii. ধাতুবংস
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৭. আচার্য বুদ্ধদত্ত পারদর্শী ছিলেন– *(অনুধাবন)*
i. সমথ ভাবনায়
ii. বিদর্শন ভাবনায়
iii. বৌদ্ধমত ভাবনায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৭৮. মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজিত অট্ঠকথা আচার্য হলেন– *(অনুধাবন)*
i. আচার্য বুদ্ধদত্ত
ii. ধর্মপাল
iii. উত্তর বিনিচ্ছয়ের রচয়িতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৬ অধ্যায়

৭৯. 'ইতিবুত্তকট্ঠকথা' ধর্মপালের স্বীকৃত গ্রন্থ। এর সাথে বুদ্ধদত্তের মিল রয়েছে– *(প্রয়োগ)*
i. বিনয় বিনিচ্ছয়
ii. উত্তর বিনিচ্ছয়
iii. রূপারূপবিভাগ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৮০. অট্ঠকথা রচনায় বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল তাদের লেখনিতে একই রীতি অনুসরণ করেছেন– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. শব্দ ও উপমা প্রয়োগে
ii. বিষয়বস্তু পরিকল্পনায়
iii. ভাষাশৈলীতে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৮১ ও ৮২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অট্ঠকথা সাহিত্যাকাশে এমন একজন নক্ষত্র ছিলেন যিনি উরগপুরের কাবেরী নদীর তীরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু এই কালজয়ী লেখক তাঁর অমর সাহিত্যকর্মে নিজেকে প্রকাশ করেননি।

৮১. উরগপুরের বর্তমান নাম কী? *(প্রয়োগ)*
ক মহারাষ্ট্র খ উরায়ু
গ উড়িষ্যা ঘ আসাম **খ**

৮২. উক্ত সাহিত্যিক হলেন– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
ক বুদ্ধদত্ত খ মহানাম
গ কালিদাস ঘ বুদ্ধঘোষ **ক**

★★ পাঠ-৪: অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৮১

TOP 10 TIPS

১. সুপ্রসিদ্ধ অট্ঠকথাচার্য ছিলেন– ধর্মপাল।
২. অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল জন্মগ্রহণ করেন– কাঞ্চিপুরায়।
৩. ধর্মপাল বসবাস করতেন— বদরিথে।
৪. জন্মসূত্রে তামিল ছিলেন— ধর্মপাল।
৫. খ্রিষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন— ধর্মপাল।
৬. ধর্মপাল ছিলেন– থেরবাদী।
৭. দুঃখমুক্তির জন্য সংসারত্যাগ করেন— ধর্মপাল।
৮. ধর্মপালের পূর্ববর্তী ছিলেন– বুদ্ধঘোষ।
৯. ধর্মপাল রচনা করেন— ১৪টি গ্রন্থ।
১০. উদানট্ঠকথা রচনা করেন— ধর্মপাল।

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৮৩. কে সুপ্রসিদ্ধ অট্ঠকথাচার্য ছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক আনন্দ খ উপালি
গ ধর্মপাল ঘ বট্টগামনী **গ**

অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের পরেই ছিল ধর্মপালের স্থান। অট্ঠকথা, টীকা এবং অনুটীকা লিখে তিনি পালিসাহিত্য ভাণ্ডারকে নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। ধর্মপাল মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা থেরবাদী ছিলেন।

৮৪. আচার্য বুদ্ধঘোষের পরেই কার স্থান ছিল? *(জ্ঞান)*
ক মহানাম খ উপসেন
গ ধর্মপাল ঘ রামপাল **গ**

৮৫. হিউয়েন সাং এর মতে ধর্মপাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? *(জ্ঞান)*
ক মথুরায় খ বৈশালীতে
গ চম্পায় ঘ কাঞ্চিপুরায় **ঘ**

৮৬. ধর্মপাল খ্রিষ্টীয় কত শতকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন? *(জ্ঞান)*
ক পঞ্চম খ ষষ্ঠ
গ সপ্তম ঘ অষ্টম **খ**

৮৭. নেত্তিপকরণ গ্রন্থ মতে, ধর্মপাল কোথায় বসবাস করতেন? *(জ্ঞান)*
ক বদরিথ খ ত্রিচিনাপোলি
গ মথুরা ঘ দিউ **ক**

৮৮. 'গন্ধবংস' গ্রন্থ অনুসারে ধর্মপাল কয়টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন? *(জ্ঞান)*
ক ১৫ খ ১৪
গ ১৬ ঘ ১৭ **খ**

৮৯. সুমন বড়ুয়া উদানট্ঠকথা গ্রন্থটি পড়ার সময় তার রচয়িতার কথা স্মরণ করেন। কার সাথে এর সাদৃশ্য লক্ষ করা যায়? *(প্রয়োগ)*
ক বুদ্ধঘোষ খ উপসেন
গ বুদ্ধদত্ত ঘ ধর্মপাল **ঘ**

৯০. ধর্মপাল সংসারধর্ম ত্যাগ করে বিহারে গিয়ে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এর যথার্থ কারণ কোনটি? *(অনুধাবন)*
ক দুঃখমুক্তি খ পাপমুক্তি
গ মানবমুক্তি ঘ অশুভ শক্তির বিনাশ **ক**

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

৯১. বালক বয়স থেকেই ধর্মপাল ছিলেন— *(অনুধাবন)*
i. সুন্দর
ii. সৎ
iii. চঞ্চল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **খ**

৯২. ধর্মপালের উল্লেখযোগ্য রচনা হচ্ছে– *(অনুধাবন)*
i. ইতিবুত্তকট্ঠকথা
ii. উদানট্ঠকথা
iii. থেরগাথাট্ঠকথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৩. ধর্মপালের রচিত অট্ঠকথা পাঠের মাধ্যমে জানা যায়– *(অনুধাবন)*
i. বৌদ্ধের মতবাদ
ii. বৌদ্ধের দর্শন
iii. বৌদ্ধের ভাবনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৪. বুদ্ধদত্ত 'মধুরত্থবিলাসিনী' রচনা করে পালি সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন। এর সাথে ধর্মপালের সাদৃশ্য হলো– *(প্রয়োগ)*
i. অট্ঠকথা
ii. টীকা
iii. অনুটীকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

৯৫. পালি সাহিত্য ভাণ্ডার ধর্মপাল রচিত যেসব রচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ হয়েছে— *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. অট্ঠকথা
ii. টীকা
iii. অনুটীকা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii **ঘ**

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৬ ও ৯৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
অট্ঠকথা, টীকা এবং অনুটীকা লিখে দীপঙ্কর পালি সাহিত্য ভাণ্ডারকে নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর সাহিত্যকর্ম রচনার জন্য বৌদ্ধগণ এখনো তাকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করেন। বুদ্ধঘোষের পরেই ছিল তার স্থান।

৯৬. উদ্দীপকে কোন অট্ঠকথাচার্যের ইঙ্গিত রয়েছে? *(প্রয়োগ)*
ক বুদ্ধঘোষ খ ধর্মপাল
গ মহানাম ঘ বুদ্ধদত্ত ঘ

৯৭. উক্ত সাহিত্যিকের রচনাসমূহ– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. নেত্তিপকরণট্ঠকথা
ii. উদানট্ঠকথা
iii. বিমলবিলাসিনী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii
গ i ও iii ঘ i, ii ও iii গ

★★ পাঠ-৫: অট্ঠকথার গুরুত্ব | পাঠ্যবই পৃষ্ঠা-৮৩

TOP 20 TIPS

১. প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস– অট্ঠকথা সাহিত্য।
২. অট্ঠকথা সাহিত্য রচিত হয়েছে– পালি ভাষায়।
৩. মধ্যভারতীয় আর্য ভাষা থেকে উদ্ভূত ভাষা– পালি।
৪. জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়– অট্ঠকথায়।
৫. ত্রিপিটকের পরে রচিত অনেক গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়– অট্ঠকথায়।
৬. ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুই ব্যাখ্যা করা হয়েছে– অট্ঠকথাসমূহে।
৭. অট্ঠকথার সাহায্যে সহজে এবং যথাযথভাবে বোঝা যায়– বুদ্ধবাণী।
৮. ত্রিপিটক অনুবাদের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ– অট্ঠকথা।
৯. অট্ঠকথার প্রধান উপজীব্য বিষয়– ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু।
১০. অট্ঠকথায় শব্দার্থের সাহায্যে রচনা করা সম্ভব– আধুনিক অভিধান।

অধ্যায়

▶ সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

৯৮. ত্রিপিটকের অনুবাদের ক্ষেত্রে কোন গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ? *(জ্ঞান)*
ক ধম্মসঙ্গণী খ অট্ঠকথা
গ বিভঙ্গ ঘ ধাতুকথা খ

৯৯. অট্ঠকথা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হচ্ছে কোনটি? *(জ্ঞান)*
ক বেদের বিষয়বস্তু খ রামায়ণের বিষয়বস্তু
গ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু ঘ মহাভারতের বিষয়বস্তু গ

১০০. 'অট্ঠকথা'য় বুদ্ধবাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে— *(অনুধাবন)*
ক জটিল ভাবে খ সূক্ষ্মভাবে
গ দ্ব্যর্থকভাবে ঘ যথাযথ ও সহজে ঘ

১০১. কোন গ্রন্থকে প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়ে থাকে? *(জ্ঞান)*
ক অট্ঠকথা খ ধর্মপদ
গ রতন সূত্র ঘ সুত্তনিকায় ক

ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু অট্ঠকথা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ইতিহাস জানার জন্য পালি অট্ঠকথা সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম।

১০২. পৌমেন বড়ুয়া ও রৌমেন বড়ুয়ার মধ্যে পালি সাহিত্যের একটি গ্রন্থের রচনাকাল নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি হলে তারা একটি গ্রন্থ অনুসরণ করে তা সমাধান করে। কোন গ্রন্থটি এ বিষয়ের সাথে সাদৃশ্য পূর্ণ? *(প্রয়োগ)*
ক অনুত্তর খ অঙ্গুলিমাল সূত্র
গ অট্ঠকথা ঘ খুদ্দক গ

▶ বহুপদী সমাপ্তিসূচক প্রশ্ন ও উত্তর

১০৩. অট্ঠকথায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে– *(অনুধাবন)*
i. ত্রিপিটকের মূল বিষয়
ii. বৌদ্ধের জটিল মতবাদ
iii. বৌদ্ধের সূক্ষ্ম দার্শনিক ভাবনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

১০৪. অট্ঠকথার আলোচিত বিষয় হলো– *(অনুধাবন)*
i. ধর্ম দর্শন
ii. অর্থনীতি iii. সংস্কৃতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

১০৫. অট্ঠকথা সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়– *(অনুধাবন)*
i. বুদ্ধের সময়কালের
ii. ধর্মীয় সভা ও ধর্মমত সম্পর্কে
iii. বুদ্ধের ধর্মমতের স্বরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii গ

১০৬. 'ভারতকথা'য় প্রাচীন ভারতের নানা জাতির উল্লেখ রয়েছে। এর সাথে অট্ঠকথার মিল রয়েছে– *(প্রয়োগ)*
i. শাক্যদের
ii. কোলীয়দের iii. লিচ্ছবিদের
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

১০৭. অট্ঠকথা পাঠের মাধ্যমে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার জানা যায়– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল
ii. সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ইতিহাস
iii. প্রাচীন ধর্ম-দর্শন ও মতবাদের ব্যাখ্যা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

▶ অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্ন ও উত্তর

অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৮ ও ১০৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:
ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু অট্ঠকথা সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য বিষয় হলেও এতে প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম, দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাই অট্ঠকথাকে প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

১০৮. কোন গ্রন্থ অনুবাদের জন্য অট্ঠকথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ? *(প্রয়োগ)*
ক গীতা খ বেদ
গ ইঞ্জিল ঘ ত্রিপিটক ঘ

১০৯. অট্ঠকথায় পাওয়া যায়– *(উচ্চতর দক্ষতা)*
i. প্রাচীন ভারতের জাতি ও রাজ্যসমূহ
ii. ধর্মীয় ইতিহাস
iii. ভৌগোলিক পরিচয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii
গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii ঘ

অধ্যায়ভিত্তিক প্রস্তুতি যাচাইয়ের জন্য মোবাইলে POLE অ্যাপটি ব্যবহার করো। এখানে তুমি প্রতিটি প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরে ক্লিক করে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে পারবে উত্তরের সঠিকতা।
Tutor
POLE Panjeree Online Exam

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

■ ৩১টি প্রশ্ন ও উত্তর

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের আলোকে তৈরি। এগুলো থেকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে প্রশ্ন হতে পারে, যা অনুশীলন করলে সংশ্লিষ্ট যেকোনো প্রশ্নের উত্তর করতে পারবে তুমি।

প্রশ্ন-১. অট্ঠকথা শব্দের অর্থ লেখো।

উত্তর: পালি অট্ঠকথা শব্দটি 'অট্ঠ' এবং 'কথা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। 'অট্ঠ' শব্দের দ্বারা 'অর্থ' এবং 'কথা' শব্দের দ্বারা কথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নির্দেশ করে। অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে 'অর্থকথা' বা 'ভাষ্য', ইংরেজিতে 'Commentary' বলা হয়। অতএব অট্ঠকথা বলতে অর্থকথা, ভাষ্য, অর্থবাদ, অর্থ বর্ণনা, ব্যাখ্যা ইত্যাদিকে বোঝায়। সাধারণত যে গ্রন্থ শব্দের অর্থ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে অট্ঠকথা বলে।

প্রশ্ন-২. অট্ঠকথা কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

উত্তর: বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্ঠকথা বলে। অট্ঠকথায় বুদ্ধের ধর্ম দর্শন, প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়েও নানা শ্রেণির অট্ঠকথা রচিত হয়। বিষয়বস্তুর গতি প্রকৃতি অনুযায়ী অট্ঠকতার শ্রেণিবিভাগ করা যায়। সুত্ত পিটক পাঁচভাগে বিভক্ত। যথা: দীঘ নিকায়, মধ্যম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খুদ্দক নিকায়। প্রতিটি নিকায়ের স্বতন্ত্র অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। সুমঙ্গলবিলাসিনী, পপঞ্চসূদনী, সারথপকাসনী, মনোরথপূরণী, পরমত্থদীপনী, সদ্ধম্মপজ্জোতিকা প্রভৃতি সুত্ত পিটকের অট্ঠকথা। বিনয় পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে দু'টি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে, যথা— সমন্তপাসাদিকা এবং কঙ্খাবিতরণী। অভিধর্ম পিটকের সাতটি ভাগের প্রতিটি গ্রন্থের অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। ধম্মসঙ্গণি এবং বিভঙ্গের অট্ঠকথা অথসালিনী ও সম্মোহবিনোদনী নামে পরিচিত। এ ছাড়া অভিধর্মপিটকের অন্যান্য পাঁচটি গ্রন্থের অট্ঠকথা পঞ্চপকরণট্ঠকথা নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-৩. পঞ্চ নিকায়ের অট্ঠকথা ও অট্ঠকথা রচয়িতার নাম লেখো।

উত্তর: পঞ্চ নিকায়ের অট্ঠকথা ও অট্ঠকথা রচয়িতার নাম নিচে প্রদত্ত হলো—

মূল গ্রন্থ	অট্ঠকথার নাম	লেখক
১. দীঘ নিকায়	সুমঙ্গলবিলাসিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
২. মধ্যম নিকায়	পপঞ্চসূদনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
৩. সংযুক্ত নিকায়	সারথপকাসনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
৪. অঙ্গুত্তর নিকায়	মনোরথপূরণী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
৫. খুদ্দক নিকায়	পরমত্থদীপনী ও সদ্ধম্মপজ্জোতিকা	আচার্য ধর্মপাল, উপসেন, বুদ্ধঘোষ, বুদ্ধদত্ত প্রমুখ

প্রশ্ন-৪. অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাগুলোর নাম লেখো।

উত্তর: অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথাগুলোর নাম নিচে প্রদত্ত হলো—

মূলগ্রন্থ	অট্ঠকথার নাম	লেখক
ধম্মসঙ্গণি	অথসালিনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
বিভঙ্গ	সম্মোহবিনোদনী	আচার্য বুদ্ধঘোষ
ধাতুকথা	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (১)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পুগ্গলপঞ্ঞত্তি	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (২)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
কথাবত্থু	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৩)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
যমক	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৪)	আচার্য বুদ্ধঘোষ
পট্ঠান	পঞ্চপকরণট্ঠকথা (৫)	আচার্য বুদ্ধঘোষ

প্রশ্ন-৫. ধর্মপাল কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর: বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের প্রাতঃস্মরণীয় নাম আচার্য ধর্মপাল। তিনি দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ হতে ৪৩ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত কাঞ্চিপুরায় (বর্তমান কঞ্জেবরণ শহর) মতান্তরে দক্ষিণ ভারতের তেনজোর জেলায় খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতকের শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

শান্তার ট্রেইনার প্রণীত সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর নতুন পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে

Tutor এনসিটিবি প্রদত্ত নতুন প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী এ প্রশ্নোত্তরগুলো সংযুক্ত করা হয়েছে। যোগ্যতাভিত্তিক এ প্রশ্নগুলোকে টপিকভিত্তিক উপস্থাপন করা হয়েছে এবং টু-দ্য-পয়েন্ট উত্তর দেওয়া হয়েছে। এগুলো অনুশীলন করলে ২×১০ = ২০ নম্বর নিশ্চিত করতে সক্ষম হবে তুমি।

■ অট্ঠকথা'র ধারণা ও রচনার পটভূমি

প্রশ্ন-৬. অট্ঠকথার ধারণা ব্যাখ্যা করো।

উত্তর: ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর সহজ-সরল ব্যাখ্যাস্বরূপ পালি ভাষায় এক শ্রেণির সাহিত্যকর্ম রচিত হয় যা পালি সাহিত্যের ইতিহাসে অট্ঠকথা নামে পরিচিত। ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে রচিত হলেও অট্ঠকথা পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, এটি একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত।

প্রশ্ন-৭. অট্ঠকথা সাহিত্যকে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয় কেন?

উত্তর: অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ও আলোচিত হয়। এজন্য অট্ঠকথা সাহিত্যকে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ইতিহাসের অনন্য উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-৮. পালি 'অট্ঠকথা' শব্দটি 'অট্ঠ' এবং 'কথা' দুটি শব্দের সমন্বয়ে গঠিত। এ শব্দদ্বয়ের অর্থ কী?

উত্তর: 'অট্ঠ' শব্দের দ্বারা 'অর্থ', 'কথা' শব্দের দ্বারা কথা, বর্ণনা, ব্যাখ্যা প্রভৃতি নির্দেশ করে। অট্ঠকথাকে সংস্কৃতে 'অর্থকথা' বা 'ভাষ্য', ইংরেজিতে 'Commentary' বলা হয়।

প্রশ্ন-৯. অট্ঠকথার সংজ্ঞা দাও।

উত্তর: সাধারণত যে গ্রন্থ শব্দের অর্থ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করে তাকে অট্ঠকথা বলে। 'সারথদীপনী' নামক গ্রন্থে অট্ঠকথা প্রসঙ্গে এরূপ বলা হয়েছে যে, অত্থো কথিয়তি এতায়তি অট্ঠকথা অর্থাৎ অর্থ বর্ণনা করে বলেই অট্ঠকথা।

প্রশ্ন-১০. অট্ঠকথা সাহিত্যকর্মে ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যা কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে?

উত্তর: ত্রিপিটকে অনেক জটিল, দুর্বোধ্য, ঘ্যর্থক ও উহ্য পদ বা বিষয় রয়েছে যা সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। সেসব পদ বা বিষয়সমূহ সমার্থক বা প্রতিশব্দ, উদাহরণ, উপমা, গল্প, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে সহজ-সরলভাবে অট্ঠকথায় উপস্থাপন করা হয়। এভাবে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক পালি ভাষায় অট্ঠকথা সাহিত্যকর্মটি রচিত হয়।

প্রশ্ন-১১. বুদ্ধের ধর্মোপদেশ কাদের পক্ষে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না কেন?

উত্তর: ভারতবর্ষের নানাজাতি, নানা কুল এবং নানা শ্রেণির অসংখ্য মানুষ আশ্রয় নিয়েছিলেন বুদ্ধের সঙ্ঘে। বৌদ্ধসঙ্ঘে জ্ঞানী ভিক্ষু-ভিক্ষুণী যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন স্বল্পজ্ঞানীও। ফলে বুদ্ধের ধর্মোপদেশ এই স্বল্পজ্ঞানী লোকদের পক্ষে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হতো না।

প্রশ্ন-১২. সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন কেন দেখা দিত?

উত্তর: কোনো ব্যক্তি বুদ্ধ, তাঁর ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করলে, সঙ্ঘের বিধিবিধান ভঙ্গ করলে, বুদ্ধবাণীর ভুল ব্যাখ্যা করলে, সঙ্ঘে অসুন্দর আচরণ করলে, ক্রোধোন্মত্ত আলোচনা হলে, ধর্ম-দর্শনসংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক দেখা দিলে, বুদ্ধবাণীর কোনো বিষয় দুর্বোধ্য হলে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিতো।

প্রশ্ন-১৩. বৌদ্ধের জীবদ্দশায় কোথায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চার কেন্দ্রসমূহ ছিল?

উত্তর: বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রাচীন ভারতের বুদ্ধের জীবনঘনিষ্ঠ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জনপদ বা শহর, যেমন: সারনাথ, রাজগৃহ, বৈশালী, নালন্দা, পাবা, উজ্জয়নী, চম্পা, মথুরা, শ্রাবস্তী প্রভৃতি অঞ্চলে বৌদ্ধসঙ্ঘ গড়ে ওঠে। উক্ত স্থানগুলো বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনচর্চার অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়।

প্রশ্ন-১৪. নেতৃস্থানীয় শিষ্যগণ বুদ্ধের দেশনাসমূহ ভিক্ষুদের অর্থ সহকারে বুঝিয়ে দিতে পারতেন। এ বিষয়ে অগ্রগণ্য ছিলেন কারা?

উত্তর: নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধ অনেককে তাঁর ধর্মোপদেশ তথা ধর্মদর্শন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম মনে করতেন। এক্ষেত্রে মহাকচ্চায়ন, সারিপুত্র এবং মহকোট্ঠিত থের ছিলেন অগ্রগণ্য।

প্রশ্ন-১৫. নেতৃস্থানীয় শিষ্যদের মধ্যে বুদ্ধ অনেককে তাঁর ধর্মোপদেশ, ধর্মদর্শন যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম মনে করতেন। এ বিষয়ে মহাকচ্চায়নের অবস্থান কেমন ছিল?

উত্তর: মহাকচ্চায়ন বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দেশনাসমূহ প্রাঞ্জল এবং সহজ-সরলভাবে শ্রোতাদের নিকট উপস্থাপন করতে পারদর্শী ছিলেন। ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় তিনি প্রভূত খ্যাতি অর্জন করেন। তাই বুদ্ধ মহাকচ্চায়নকে ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যায় সর্বাগ্রে স্থান দেন।

প্রশ্ন-১৬. কোন শতকে কার পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথা সংরক্ষণ করা হয়? এটি কখন পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল?

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে সিংহলরাজ বট্টগামণীর পৃষ্ঠপোষকতায় অট্ঠকথাসমূহ সিংহলি ভাষায় তালপত্রে লিখে সংরক্ষণ করা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকের আগেই অট্ঠকথা সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল।

প্রশ্ন-১৭. অট্ঠকথা কীভাবে বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্যভাণ্ডারে রূপ লাভ করে?

উত্তর: প্রথম দিকে অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু তথা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়েও সাহিত্য শ্রেণির নানা অট্ঠকথা রচিত হয়। এভাবে এটি বিশাল ও বৈচিত্র্যময় সাহিত্য ভাণ্ডারে রূপ লাভ করে।

■ অট্ঠকথার বিষয়বস্তু ও পরিচিতি

প্রশ্ন-১৮. কাদের ব্যাখ্যাকে অট্ঠকথা সাহিত্যের সূচনা ও পটভূমি হিসেবে গণ্য করা যায়?

উত্তর: বুদ্ধের ধর্মবাণী, বিধি-বিধান এবং সমকালীন বিভিন্ন জটিল বিষয়ের সমস্যা বুদ্ধ ও তাঁর নেতৃস্থানীয় শিষ্য-প্রশিষ্যগণ ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক সমাধান করতেন। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণের সেসব ব্যাখ্যাকে অট্ঠকথা সাহিত্যের সূচনা ও পটভূমি হিসেবে গণ্য করা যায়।

প্রশ্ন-১৯. খুদ্দক নিকায়ের অনেকগুলো গ্রন্থের অট্ঠকথা একই নামে অভিহিত। সেগুলো কী কী?

উত্তর: খুদ্দক নিকায়ে ষোলোটি গ্রন্থ আছে। প্রথম চারটি নিকায়ের অট্ঠকথাসমূহ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হলেও খুদ্দক নিকায়ের অনেকগুলো গ্রন্থের অট্ঠকথা একই নামে অভিহিত। যেমন— উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা এবং চরিয়াপিটক— এই সাতটি গ্রন্থের অট্ঠকথা পরমত্থদীপনী নামে পরিচিত। অপরদিকে মহানিদ্দেস ও চুলনিদ্দেস গ্রন্থের অট্ঠকথা সদ্ধম্মপজ্জোতিক নামে অভিহিত।

প্রশ্ন-২০. বিনয় পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে কয়টি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। এগুলোর নাম লেখো।

উত্তর: বিনয় পিটকের দুটি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। যথা: সমন্তপাসাদিকা এবং কঙ্খাবিতরণী। সুমন্তপাসাদিকা সমগ্র বিনয়পিটকের অট্ঠকথা হিসেবে পরিচিত। সুত্তবিভঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় বিধানসমূহ পাতিমোক্খ নামে পরিচিত। পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কঙ্খাবিতরণী বলে।

প্রশ্ন-২১. অভিধর্ম কী হিসেবে খ্যাত? এ পিটকের অট্ঠকথায় কী উপস্থাপন করা হয়েছে?

উত্তর: অভিধর্ম বৌদ্ধধর্মের দর্শন হিসেবে খ্যাত। অভিধর্ম পিটকের অট্ঠকথায় বৌদ্ধধর্মের গভীর দার্শনিক বিষয়সমূহ সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন করা হয়েছে।

■ অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

প্রশ্ন-২২. অভিধম্মাবতার গ্রন্থ মতে, বুদ্ধদত্ত উরগপুরে জন্মগ্রহণ করেন। এ স্থানের অবস্থান কোথায়? বুদ্ধদত্তের জন্মশতক কত ছিল?

উত্তর: পন্ডিতগণ একমত যে, উরগপুর ছিল বর্তমান কালের দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির নিকটবর্তী উরায়ুর স্থানটির প্রাচীন নাম। বুদ্ধদত্ত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২৩. বুদ্ধদত্ত কাদের নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষায় পারদর্শিতা লাভ করেন?

উত্তর: বুদ্ধদত্ত সিংহলের মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজিত হন। মহাবিহার নিকায়ের নিয়ম অনুযায়ী তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষা লাভ করে পারদর্শিতা অর্জন করেন।

প্রশ্ন-২৪. আচার্য হিসেবে বুদ্ধদত্তের খ্যাতি কেমন ছিল?

উত্তর: সমকালীন পন্ডিতদের নিকট আচার্য বুদ্ধদত্ত বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। পন্ডিতগণ তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে প্রচুর উদ্ধৃতি গ্রহণ করতেন। তিনি সমথ এবং বিদর্শন ভাবনায়ও পারদর্শী ছিলেন।

প্রশ্ন-২৫. বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনচর্চায় পারদর্শী আচার্য বুদ্ধদত্ত কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন। এ বিষয়ে তাঁর প্রতিভা ও দক্ষতা কেমন ছিল?

উত্তর: কবি হিসেবে পরিচিত বুদ্ধদত্তের অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। যেমন— বিনয়বিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৩১৮৩টি গাথায়, উত্তরবিনিচ্ছয় গ্রন্থটি ৯৬৯টি গাথায় এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি ১৪১৫টি গাথায় রচিত। অসীম কবিত্বশক্তির অধিকারী না হলে সহজ-সরলভাবে পদ্যে বা গাথায় বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হতেন না।

■ অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল

প্রশ্ন-২৬. ধর্মপাল সুপ্রসিদ্ধ অট্ঠকথাচার্য ছিলেন। বৌদ্ধগণ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে কেন?

উত্তর: ধর্মপাল সুপ্রসিদ্ধ অট্ঠকথাচার্য ছিলেন। অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধঘোষের পরেই ছিল অট্ঠকথাচার্য ধর্মপালের স্থান। অট্ঠকথা, টীকা এবং অনুটীকা লিখে তিনি পালিসাহিত্য ভাণ্ডারকে নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর সাহিত্যকর্ম রচনা করার জন্য বৌদ্ধগণ এখনও তাঁকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করে।

প্রশ্ন-২৭. আচার্য ধর্মপালকে মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা থেরবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা হয় কেন?

উত্তর: আচার্য ধর্মপাল দক্ষিণ ভারতে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন। তিনি মহাবিহার নিকায়ের তথ্যের আলোকে তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। এ কারণে, আচার্য ধর্ম পালকে মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা থেরবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা হয়।

প্রশ্ন-২৮. বুদ্ধঘোষ এবং ধর্মপাল দুজনেরই রচনারীতি অভিন্ন। তাঁরা একই বিদ্যানিকেতনে অধ্যয়ন করেছেন বলে কীভাবে ধারণা করা যায়?

উত্তর: বুদ্ধঘোষ এবং ধর্মপাল দুজনেরই রচনারীতি, শব্দ ও উপমাপ্রয়োগ, বিষয়বস্তুর পরিকল্পনা ও উপস্থাপনা এবং ভাষাশৈলীতে উভয়ে একই রীতি অনুসরণ করেছেন। বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্পর্কে উভয়ের ব্যাখ্যা প্রায় একই। তাই ধারণা করা যায় যে, তাঁরা একই বিদ্যানিকেতনে অধ্যয়ন করেছেন।

প্রশ্ন-২৯. ধর্মপাল রচিত সাতটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর: অট্ঠকথাচার্য ধর্মপালের সাতটি অট্ঠকথা গ্রন্থ হলো— ইতিবুত্তকট্ঠকথা, উদানট্ঠকথা, চরিয়াপিটকট্ঠকথা, থেরগাথাট্ঠকথা, থেরীগাথাট্ঠকথা, বিমলবিলাসিনী (বিমান বত্থুর অট্ঠকথা) এবং বিমলবিলাসিনী পেতবত্থুর অট্ঠকথা।

■ অট্ঠকথার গুরুত্ব

প্রশ্ন-৩০. ত্রিপিটকের বহু দুর্বোধ্য এবং জটিল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও অনুবাদ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে অট্ঠকথার ভূমিকা কী?

উত্তর: সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপিটকের অনেক শব্দ দুর্বোধ্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। কিন্তু অট্ঠকথায় সেসব জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ কারণে অট্ঠকথার সাহায্যে যথাযথভাবে ত্রিপিটক এবং পালি সাহিত্য অনুবাদ করা যায়।

প্রশ্ন-৩১. প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাস এবং জীবন-দর্শন সম্পর্কিত বিতর্ক ও সমস্যা সমাধানে অট্ঠকথা কী ভূমিকা পালন করে?

উত্তর: অট্ঠকথা পাঠ করে বুদ্ধের সময়কাল থেকে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়। এর সাহায্যে প্রাচীন রাজন্যবর্গের রাজত্বকাল এবং জীবন-দর্শন নিয়ে প্রচলিত বিতর্ক বা সমস্যা সমাধান করা যায়।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

■ ২৫টি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ■ ১৪টি অনুধাবনমূলক প্রশ্ন

অধ্যায় ৬

নিশ্চিত নম্বরের প্রশ্ন ও উত্তর SURE 15 পাঠ্যবই ও বোর্ডের সূত্র উল্লেখসহ

Tutor পরীক্ষায় জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্নের ৩×৫ = ১৫ নম্বর সরাসরি কমন পাওয়া সম্ভব। তাই এখানে দেওয়া হয়েছে পাঠ্যবইয়ের টপিক ও পৃষ্ঠার সূত্র উল্লেখ করে অধ্যায়টির সকল গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও উত্তর। এ প্রশ্নগুলো অনুশীলন করলে পরীক্ষায় ১০০% কমন পাবে তুমি।

জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ অট্ঠকথার ধারণা ও রচনার পটভূমি

প্রশ্ন-১. অট্ঠকথা বলতে কী বোঝ? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫। [চি. বো. '২৪; সকল বোর্ড-২০১৮]

উত্তর: অট্ঠকথা বলতে অর্থকথা, ভাষ্য, অর্থ বর্ণনা, অর্থবাদ-ব্যাখ্যা ইত্যাদি বোঝায়।

প্রশ্ন-২. অট্ঠকথা কোন ভাষায় রচিত হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫।

উত্তর: পালি ভাষায় রচিত হয়।

প্রশ্ন-৩. অট্ঠকথাকে সংস্কৃতিতে কী বলা হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫।

উত্তর: অর্থকথা বা ভাষ্য বলা হয়।

প্রশ্ন-৪. অট্ঠকথাকে ইংরেজিতে কী বলা হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫।

উত্তর: অট্ঠকথাকে ইংরেজিতে বলা হয় Commentary।

প্রশ্ন-৫. 'অট্ঠকথা'র বাংলা অর্থ কী? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৫। [বাগেরহাট সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]

উত্তর: অট্ঠকথার বাংলা অর্থ হলো অর্থ বর্ণনা।

প্রশ্ন-৬. মহাকচ্চায়ন কিসে পারদর্শী ছিলেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৬। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯]

উত্তর: মহাকচ্চায়ন বুদ্ধের সংক্ষিপ্ত দেশনাসমূহ প্রাঞ্জল এবং সহজ-সরলভাবে শ্রোতাদের কাছে উপস্থাপনে পারদর্শী ছিলেন।

প্রশ্ন-৭. কত শতকে অট্ঠকথা সাহিত্য পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৭।

উত্তর: খ্রিষ্টপূর্ব প্রথম শতকে।

■ অট্ঠকথার বিষয়বস্তু ও পরিচিতি

প্রশ্ন-৮. সুত্ত পিটক কয় ভাগে বিভক্ত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।

উত্তর: সুত্ত পিটক পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

প্রশ্ন-৯. খুদ্দক নিকায়ে কতটি গ্রন্থ আছে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।

উত্তর: খুদ্দক নিকায়ে ষোলটি গ্রন্থ আছে।

প্রশ্ন-১০. 'পরমত্থদীপনী' কয়টি গ্রন্থের অট্ঠকথা? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।

উত্তর: সাতটি গ্রন্থের।

প্রশ্ন-১১. সমগ্র বিনয় পিটকের অট্ঠকথা কী নামে অভিহিত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।

উত্তর: সমন্তপাসাদিকা।

প্রশ্ন-১২. সদ্ধম্মপজ্জোতিকা কোন গ্রন্থের অট্ঠকথা? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।

উত্তর: মহানিদ্দেস এবং চূলনিদ্দেস গ্রন্থের অট্ঠকথা।

প্রশ্ন-১৩. সাতটি গ্রন্থের অট্ঠকথা কী নামে পরিচিত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।

উত্তর: পরমত্থদীপনী নামে পরিচিত।

প্রশ্ন-১৪. কঙ্খাবিতরণী কাকে বলে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮। [সিলেট বোর্ড-২০১৯]

উত্তর: পাতিমোক্খের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কঙ্খাবিতরণী বলে।

প্রশ্ন-১৫. বিনয় পিটকের বিষয় বস্তুকে ভিত্তি করে কয়টি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।
উত্তর: দুটি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে।

প্রশ্ন-১৬. কে পরমত্থদীপনী গ্রন্থটি রচনা করেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০।
উত্তর: আচার্য ধর্মপাল।

■ অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

প্রশ্ন-১৭. অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি কতটি গাথায় রচিত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০।
উত্তর: অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি ১৪১৫টি গাথায় রচিত।

প্রশ্ন-১৮. অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি রচনা করেন কে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮১।
উত্তর: অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত।

প্রশ্ন-১৯. মধুরত্থবিলাসীনি গ্রন্থটি রচনা করেন কে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮১।
উত্তর: অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত।

■ অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল

প্রশ্ন-২০. মধুরত্থবিলাসিনী গ্রন্থটি কী নামে খ্যাত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮১।
উত্তর: বুদ্ধবংসট্ঠকথা নামে খ্যাত।

প্রশ্ন-২১. ধর্মপাল কখন জন্মগ্রহণ করেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮২।
উত্তর: ধর্মপাল খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রশ্ন-২২. অট্ঠকথাচার্য কোন দুজনের রচনারীতি অভিন্ন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮২।
উত্তর: অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধঘোষ ও ধর্মপাল।

প্রশ্ন-২৩. 'ইতিবুত্তকট্ঠকথা' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩।
উত্তর: 'ইতবুত্তকট্ঠকথা' গ্রন্থটি রচনা করেন আচার্য ধর্মপাল।

প্রশ্ন-২৪. চরিয়াপিঠটকট্কথা গ্রন্থটি রচনা করেন কে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩।
উত্তর: অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল।

প্রশ্ন-২৫. থেরগাথাট্ঠকথা গ্রন্থটি রচনা করেন কে? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩।
উত্তর: অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল।

অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ অট্ঠকথার ধারণা ও রচনার পটভূমি

প্রশ্ন-১. বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় তাঁর ধর্মোপদেশ অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো কেন? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৬। [চ. বো. '২৪]
উত্তর: বুদ্ধের জীবিতকালেই তাঁর ধর্মোপদেশের বিভিন্ন অর্থ সহকারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ বুদ্ধের সকল শিষ্য যে অধিক জ্ঞানী ছিলেন তা নয়। যারা অপেক্ষাকৃত কম জ্ঞানী ছিলেন তাঁরা মাঝে মাঝে বুদ্ধবাণীর ভুল ব্যাখ্যা করতেন। তাই বুদ্ধের জীবিতকালে তাঁর ধর্মোপদেশ বিভিন্ন অর্থসহকারে ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়েছিল।

প্রশ্ন-২. সঙ্ঘের মধ্যে কেন ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিত? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৬।
উত্তর: সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন বিষয়ে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিত। যেমন- কেউ বুদ্ধ, তার ধর্ম ও সঙ্ঘের নিন্দা করলে, সঙ্ঘের বিধি-বিধান ভঙ্গ করলে, বুদ্ধ বাণীর ভুল ব্যাখ্যা করলে, সঙ্ঘে অসুন্দর আচরণ করলে, ক্রোধগ্রস্ত আলোচনা হলে, ধর্ম , দর্শন সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে সন্দেহ ও বিতর্ক দেখা দিলে বুদ্ধবাণীর কোনো বিষয় দুর্বোধ্য হলে ভিক্ষুসঙ্ঘ সমবেত হয়ে বিষয়সমূহ প্রতিকার বা সমাধানের চেষ্টা করতেন। তাই সঙ্ঘের মধ্যে ব্যাখ্যা ও নির্দেশনার প্রয়োজন দেখা দিত।

প্রশ্ন-৩. প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস কী? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩। [ঢাকা বোর্ড ২০১৯]
উত্তর: প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো অট্ঠকথা।
অট্ঠকথাসমূহ ত্রিপিটকের বিষয়বস্তু তথা বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন নিয়ে রচিত হলেও পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, কাব্য, ব্যাকরণ, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি নানা বিষয় নিয়ে ও নানা শ্রেণির অট্ঠকথা রচিত হয়।

■ অট্ঠকথার বিষয়বস্তু ও পরিচিতি

প্রশ্ন-৪. বিনয় পিটকের অট্ঠকথা পরিচিতি ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।
উত্তর: বিনয় পিটক প্রধানত তিন ভাগে বিভক্ত। যথা: সুত্তবিভঙ্গ, খন্ধক এবং পরিবার বা পরিবার পাঠ। বিনয় পিটকের বিষয়বস্তুকে ভিত্তি করে দুটি অট্ঠকথা রচিত হয়েছে। যথা: সমন্তপাসাদিকা এবং কঙ্খাবিতরণী। সমন্তপাসাদিকা সমগ্র বিনয় পিটকের অট্ঠকথা হিসেবে পরিচিত। সুত্তবিভঙ্গ গ্রন্থে বর্ণিত ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের বিনয় বিধানসমূহ পাতিমোকখ নামে পরিচিত। পাতিমোকখের আলোকে রচিত অট্ঠকথাকে কঙ্খাবিতরণী বলে।

প্রশ্ন-৫. পরমত্থদীপনী গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৮।
উত্তর: পরমত্থদীপনী গ্রন্থটি সুত্ত পিটকের অন্তর্গত অট্ঠকথা। উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবাথু, পেতবথু, থেরগাথা, থেরীগায়া এবং চরিয়াপিটক এই সাতটি গ্রন্থের অট্ঠকথা একত্রে পরমত্থদীপনী নামে পরিচিত।

■ অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্ত

প্রশ্ন-৬. বুদ্ধদত্ত কে ছিলেন? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৯। [বাঙ্গরবান সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়]
উত্তর: অট্ঠকথা রচনাকারীদের মধ্যে বুদ্ধঘোষের সমকালীন কালজয়ী অপর একজন অট্ঠকথা রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদত্ত। তিনি উরগপুর অর্থাৎ বর্তমানকালের দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির নিকটবর্তী উরায়ু স্থানে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন বলে ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়। বুদ্ধঘোসুপ্পত্তি গ্রন্থে উল্লেখ আছে, তিনি সিংহল থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই মৃত্যুবরণ করেন।

প্রশ্ন-৭. বুদ্ধদত্তের প্রব্রজ্যা লাভ সম্পর্কে লেখো।
উত্তর: বুদ্ধদত্তের দীক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু জানা যায় না। অভিধম্মাবতার এবং রূপারূপবিভাগ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি সিংহলের মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজিত হন। মহাবিহার নিকায়ের নিয়ম অনুযায়ী তিনি ভিক্ষুদের নিকট ধর্ম-বিনয় শিক্ষালাভ করে পারদর্শিতা অর্জন করেন। তিনি আজীবন নিকায়ের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু তিনি কোনো গুরুর নিকট এবং কোনো বিহারে দীক্ষিত হয়েছিলেন সে সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না।

প্রশ্ন-৮. অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের কর্ম সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮০।
উত্তর: অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের কর্ম বিশাল ও বিচিত্র। বৌদ্ধ সাহিত্যে তাঁর কর্ম সম্পর্কে যা জানা যায়, তার মূল পরিচয় তিনি-বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষু এবং ভাষ্যকার। তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহ অধিকাংশ পদ্যে রচিত। তিনি একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন বলে তিনি ৩১৮৩টি গাথায় বিনয়বিনিচ্ছয়, ৯৬৯টি গাথায় উত্তরবিনিচ্ছয় এবং ১৪১৫টি গাথায় অভিধম্মাবতার গ্রন্থগুলো রচনা করেছিলেন। তাঁর সাহিত্য কর্মগুলো হলো— ১. মধুরত্থবিলাসীনি (বুদ্ধবংসট্ঠকথা); ২. বিনয়বিনিচ্ছয়; ৩. উত্তরবিনিচ্ছয়; ৪. অভিধম্মাবতার; ৫. রূপারূপবিভাগ; ৬. জিনালংকার; ৭. দন্তবংস বা দাঠাবংস; ৮. ধাতুবংস; ৯. বোধিবংস।

■ অট্ঠকথাচার্য ধর্মপাল

প্রশ্ন-৯. ধর্মপালের দীক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮২।

উত্তর: ধর্মপাল রচিত নেত্তিপকরণ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের 'পদরতিত্থ' বা 'বদরিত্থ' বিহারে বসবাস করতেন। ফলে ধারণা করা হয় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন। তবে তার দীক্ষাগুরুর নাম জানা যায় না। তিনি মহাবিহার নিকায়ের তথ্যের আলোকে তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। ফলে তিনি মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা থেরবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

প্রশ্ন-১০. অট্ঠকথাচার্য ধর্মপালের বাল্যকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮২।

উত্তর: অট্ঠকথাচার্যদের মধ্যে আচার্য ধর্মপাল ছিলেন অন্যতম।

ঐতিহাসিক হিউয়েন সাং-এর বিবরণী থেকে জানা যায় যে, ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি বাল্যকাল হতেই সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন। তাঁর সাথে রাজকন্যার বিবাহের কথা ঠিক হলে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন হন। তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে বসে মুক্তির পথ প্রার্থনা করার রাত্রে এক দেবতা এসে তাঁকে নিয়ে যান। তাকে দূরের এক পর্বতে নিয়ে গেলে পর্বতস্থিত বিহারের ভিক্ষু তাঁকে দীক্ষা প্রদান করেন। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের 'পদরতিত্থ' বা বদরিত্থ বিহারে বসবাস করতেন। তিনি থেরবাদী ভিক্ষু ছিলেন।

■ অট্ঠকথার গুরুত্ব

প্রশ্ন-১১. বৌদ্ধধর্মে অট্ঠকথার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩।

উত্তর: বৌদ্ধধর্মে অট্ঠকথার গুরুত্ব অপরিসীম।

অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় সঙ্ঘ ও ধর্মমত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত ধর্মমতের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। পালি অট্ঠকথা শুধু বৌদ্ধ ধর্মদর্শনই নয় অধিকন্তু প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার সাধারণ ইতিহাসও ধারণ করে আছে।

প্রশ্ন-১২. অট্ঠকথা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৭৪। [চট্টগ্রাম বোর্ড-২০১৯]

উত্তর: পালি ভাষায় বুদ্ধ-ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্ঠকথা বলে।

ত্রিপিটকে অনেক জটিল, দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক ও উহ্য পদ বা বিষয় রয়েছে যা সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। সেসব পদ বা বিষয়সমূহ সমার্থক বা প্রতিশব্দ উদাহরণ, উপমা, গল্প, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে সহজ-সরলভাবে অট্ঠকথায় উপস্থাপন করা হয়।

প্রশ্ন-১৩. অট্ঠকথাকে কেন প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়? ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৩। [সকল বোর্ড-২০১৮]

উত্তর: ত্রিপিটকের বিষয়বস্তুর ভিত্তিতে রচিত হলেও অট্ঠকথা পালি ত্রিপিটকের অন্তর্গত নয়, একটি স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যকর্ম হিসেবে স্বীকৃত। অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত এবং শ্রীলঙ্কার ধর্ম-দর্শন, সমাজ, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি নানাবিষয়ও আলোচিত হয়। এ জন্য অট্ঠকথাকে প্রাচীন ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়।

প্রশ্ন-১৪. অট্ঠকথা পাঠের প্রয়োজন কেন? ব্যাখ্যা করো। ◀ সূত্র: পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৪।

উত্তর: ত্রিপিটকের ব্যাখ্যা এবং প্রাচীনকালের ইতিহাস জানার জন্য অট্ঠকথা সাহিত্য পাঠ করা প্রয়োজন হয়।

অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন ব্যাখ্যার পাশাপাশি প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার ধর্ম, দর্শন, সমাজ-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ও আলোচিত হয়েছে। তাই এই বিষয়ে জ্ঞানার্জন করতে অট্ঠকথার গুরুত্ব অপরিসীম। এছাড়া ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণায় অট্ঠকথা সাহিত্য পাঠের কোনো বিকল্প নেই। সর্বোপরি বুদ্ধের সংঘ এবং ধর্মমত সম্পর্কে ধারণা পেতে অট্ঠকথা পাঠের প্রয়োজনীয় অপরিসীম।

অ্যাপ্লিকেশন অংশ: সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন

১৩টি সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন ■ ২টি অনুশীলনীর প্রশ্ন ■ ৬টি বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন
■ ২টি শীর্ষস্থানীয় স্কুলের প্রশ্ন ■ ৩টি মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্ন

টেক্সটবইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর — নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে

Tutor পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক ও শিখনফলের আলোকে তৈরি। নতুন পাঠ্যবইয়ের এ প্রশ্নগুলোর উত্তরের নমুনা দেখে নাও তুমি। এর মাধ্যমে পরীক্ষায় সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন কেমন হতে পারে ও উত্তর কীভাবে লিখতে হবে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা পাবে।

প্রশ্ন ▶১

জন্ম— উরগপুর
?
পরিচয়- বৌদ্ধ ভিক্ষু ছিলেন
রচিত গ্রন্থ— বোধিবংস

ক. গুরুত্ব বিচারে অট্ঠকথাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়? ১

খ. অট্ঠকথা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. '?' চিহ্নিত স্থানে পাঠ্যবইয়ের অট্ঠকথাচার্য কার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. 'উক্ত আচার্য বৌদ্ধধর্মের সাহিত্যকর্মে অশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন'— তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি সহকারে বিশ্লেষণ করো। ৪

◀ শিখনফল-৩

১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক গুরুত্ব বিচারে অট্ঠকথাকে চার ভাগে ভাগ করা হয়।

খ পালি ভাষায় বুদ্ধ ধর্ম-দর্শনের ব্যাখ্যামূলক যে সাহিত্যকর্ম রচিত হয় তাকে অট্ঠকথা বলে।

ত্রিপিটকে অনেক জটিল, দুর্বোধ্য, দ্ব্যর্থক ও উহ্য পদ বা বিষয় রয়েছে যা সকল শ্রেণির পাঠকের নিকট সহজে বোধগম্য নয়। সেসব পদ বা বিষয়সমূহ সমার্থক বা প্রতিশব্দ উদাহরণ, উপমা, গল্প, ব্যাখ্যা প্রভৃতির সাহায্যে সহজ-সরলভাবে অট্ঠকথায় উপস্থাপন করা হয়।

গ '?' চিহ্নিত স্থানটি পাঠ্যবইয়ের অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অট্ঠকথা রচনাকারীদের মধ্যে বুদ্ধঘোষের সমকালীন অপর কালজয়ী অট্ঠকথা রচয়িতা হচ্ছেন বুদ্ধদত্ত। গন্ধবংস গ্রন্থে বুদ্ধদত্তকে ভারতের আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। পণ্ডিতগণ একমত যে, উরগপুর ছিল বর্তমান কালের দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনপোলির নিকটবর্তী উরায়ু স্থানটির প্রাচীন নাম। তিনি খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ ভাগ হতে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধদত্তের মূল পরিচয় তিনি একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং অট্ঠকথা রচয়িতা বা ভাষ্যকার। আচার্য হিসেবে তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। তিনি সমথ এবং বিদর্শন ভাবনায়ও পারদর্শী ছিলেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন চর্চায় পারদর্শী এ মহাপুরুষ কবি হিসেবেও পরিচিত ছিলেন।

উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত বৌদ্ধ ভিক্ষুর জন্ম উরগপুরে এবং তার রচিত গ্রন্থের নাম বোধিবংস। এই বিষয়গুলো আচার্য বুদ্ধদত্তের ক্ষেত্রেও অভিন্ন। তাই উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, '?' চিহ্নিত স্থানে পাঠ্যবইয়ের অট্ঠকথাচার্য বুদ্ধদত্তের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ঘ উক্ত আচার্য অর্থাৎ বুদ্ধদত্ত বৌদ্ধধর্মের সাহিত্য কর্মে অশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন— এ বক্তব্যের সাথে আমি একমত।

প্রাচীনকালের লেখকগণ গ্রন্থের মধ্যে নাম ও নিজের সম্পর্কে কিছুই লিখতেন না। বুদ্ধদত্তও তাই করেছেন। তাই বুদ্ধদত্তের সাহিত্যকর্ম নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে বিতর্ক রয়েছে। ঐতিহ্য অনুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থসমূহ বুদ্ধদত্ত রচনা করেন:

১. মধুরত্থবিলাসিনী (বুদ্ধবংসট্ঠকথা); ২. বিনয় বিনিচ্ছয়; ৩. উত্তর বিনিচ্ছয়; ৪. অভিধম্মাবতার; ৫. রূপারূপবিভাগ; ৬. জিনলংকার; ৭. দন্তবংস বা দাঠাবংস; ৮. ধাতুবংস এবং ৯. বোধিবংস।

উপরের বর্ণিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার, রূপারূপবিভাগ এবং মধুরত্থ বিলাসিনী- এই পাঁচটি গ্রন্থ পন্ডিতগণ বুদ্ধদত্তের প্রকৃত রচনা হিসেবে স্বীকার করেন। বাকি গ্রন্থগুলো নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে সংশয় রয়েছে। তিনি বিনয়বিনিচ্ছয়, মধুরত্থবিলাসিনী এবং অভিধম্মাবতার গ্রন্থটি দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যে রচনা করেছিলেন বলে জানা যায়।

সুতরাং সার্বিক আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ব্যক্তি তথা আচার্য বুদ্ধদত্ত বৌদ্ধধর্মের সাহিত্যে অশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হন।

৬ অধ্যায়

প্রশ্ন ▶২ অমল চাকমা একজন গ্রন্থপ্রণেতা। গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে ব্যক্তিজীবনে তিনি অনেক সুনাম অর্জন করেন। তাঁর সাহিত্যকর্মের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু সংসারধর্ম পালনে উদাসীন হওয়ায় তিনি গভীর সাধনা করে প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করেন।

ক. কঙ্খাবিতরণী গ্রন্থটি কে রচনা করেন? ১

খ. বৌদ্ধধর্মে অট্ঠকথার গুরুত্ব সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করো। ২

গ. অমল চাকমার সাহিত্যিক কর্মকান্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের কার কর্মকান্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায়— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত আচার্যের প্রব্রজ্যা লাভের কাহিনিটি ধর্মীয় আলোকে মূল্যায়ন করো। ৪

শিখনফল-৩

২ নম্বর প্রশ্নের উত্তর

ক কঙ্খাবিতরণী গ্রন্থটি বুদ্ধঘোষ রচনা করেন।

খ বৌদ্ধধর্মে অট্ঠকথার গুরুত্ব অপরিসীম।

অট্ঠকথা সাহিত্যে বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মীয় সঙ্ঘ ও ধর্মমত সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়, যা বুদ্ধের সময়কালে প্রচলিত ধর্মমতের স্বরূপ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে। পালি অট্ঠকথা শুধু বৌদ্ধ ধর্মদর্শনই নয় অধিকন্তু প্রাচীন ভারত ও শ্রীলঙ্কার সাধারণ ইতিহাসও ধারণ করে আছে।

গ অমল চাকমার সাহিত্যিক কর্মকান্ডের সাথে পাঠ্যবইয়ের আচার্য ধর্মপালের কর্মকান্ডের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

ধর্ম অট্ঠকথা, টীকা এবং অনুটীকা লিখে আচার্য ধর্মপাল পালি সাহিত্য ভান্ডারকে নানা আঙ্গিকে সমৃদ্ধ করেছেন। অমর সাহিত্য কর্মের জন্য বৌদ্ধগণ এখনও তাকে শ্রদ্ধাচিত্তে স্মরণ করেন। গন্ধবংস নামক গ্রন্থে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলো ধর্মপালের রচনা বলে উল্লেখ রয়েছে।

ধর্মপালের রচিত অট্ঠকথা গ্রন্থসমূহ:

১. নেত্তিপকরণট্ঠকথা - নেত্তিপকরণ গ্রন্থের অট্ঠকথা
২. ইতিবুত্তকট্ঠকথা - ইতিবুত্তক গ্রন্থের অট্ঠকথা
৩. উদানট্ঠকথা - উদান গ্রন্থের অট্ঠকথা
৪. চরিয়াপিটক - চরিয়াপিটক গ্রন্থের অট্ঠকথা
৫. থেরগাথাট্ঠকথা - থেরগাথা গ্রন্থের অট্ঠকথা
৬. থেরীগাথাট্ঠকথা - থেরীগাথা গ্রন্থের অট্ঠকথা
৭. বিমলবিলাসিনী - বিমানবত্থু গ্রন্থের অট্ঠকথা
৮. বিমলবিলাসিনী - পেতবত্থু নামক গ্রন্থের অট্ঠকথা

নেত্তিপকরণট্ঠকথা ব্যতীত বাকি ৭টি গ্রন্থ পরমত্থদীপনী নামে পরিচিত।

ঘ উদ্দীপকে বর্ণিত অমল চাকমার সাদৃশ্যপূর্ণ আচার্য অর্থাৎ আচার্য ধর্মপালের প্রব্রজ্যা লাভের কাহিনিটি অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

ধর্মপালের বাল্যকাল ও দীক্ষা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে তাঁর বাল্যকাল সম্পর্কে এরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়:

'ধর্মপাল কাঞ্চিপুরায় জন্মগ্রহণ করেন। বালক বয়সেই তিনি সুন্দর ও সৎ স্বভাবের অধিকারী ছিলেন যা তাঁর সমৃদ্ধ ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছিল। বয়োঃপ্রাপ্ত হলে সে-রাজ্যের রাজকন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহের কথা পাকা হয়। বিবাহের পূর্বরাত্রে তাঁর মনে দুঃখময় ভাবাবেগ উদয় হয়। তিনি বুদ্ধমূর্তির সামনে মুক্তির জন্য প্রার্থনা করলে তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়। এক দেবতা এসে তাঁকে সেখান থেকে অনেক দূরের এক পর্বতের বিহারে নিয়ে যান। সেই বিহারের ভিক্ষুগণ তাঁকে দীক্ষা দান করেন। ধর্মপালের গ্রন্থে বা অন্য কোনো গ্রন্থে এ বিষয়টির উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফলে বিষয়টি কতটুকু সত্য তা নিয়ে সংশয় দেখা দেয়। তাঁর রচিত নেত্তিপকরণ গ্রন্থ হতে জানা যায় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতের 'পদরতিথ' বিহারে বসবাস করতেন। ফলে ধারণা করা হয় যে, তিনি দক্ষিণ ভারতে দীক্ষা বা প্রব্রজ্যা লাভ করেছিলেন। তবে তাঁর দীক্ষাগুরুর নাম জানা যায় না। তিনি মহাবিহার নিকায়ের তথ্যের আলোকে তাঁর গ্রন্থসমূহ রচনা করেছিলেন। ফলে তিনি মহাবিহার নিকায়ের অনুসারী বা থেরবাদী ছিলেন বলে ধারণা করা যায়।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন ও উত্তর — সিলেবাস ও শিখনফলের আলোকে বাছাইকৃত

Tutor এখানে বিভিন্ন সালের এসএসসি পরীক্ষায় আসা প্রশ্নোত্তর দেওয়া হয়েছে। বোর্ড পরীক্ষায় যেসব শিখনফলের ওপর প্রশ্ন হয়ে থাকে সেগুলো সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এগুলো বারবার অনুশীলন করো। তাহলে তুমি বিভিন্ন পরিস্থিতির ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর লিখনে দক্ষ হয়ে উঠবে।

প্রশ্ন ▶৩ **১ম ব্যক্তির কৃতিত্ব:** তিনি মূলত একজন বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং পালি ভাষায় সাহিত্য কর্মের রচয়িতা। তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ পদ্যে রচিত। তিনি অত্যন্ত সাবলীলভাবে বুদ্ধের বাণী বিশ্লেষণ করতে পারতেন। তিনি মহাভাষ্যকার নামেও সুপরিচিত ছিলেন।

২য় ব্যক্তির কৃতিত্ব: তিনি একজন খ্যাতিসম্পন্ন পালি সাহিত্যিক। তিনি টীকা এবং অনুটীকা রচনার মাধ্যমে পালি সাহিত্যকে বিভিন্ন দিক থেকে সমৃদ্ধশালী করেছেন। তিনি প্রথম পিটকের শেষ নিকায়ের উপর পালি ভাষায় সাহিত্য কর্ম রচনা করেন।

ক. অট্ঠকথা বলতে কী বোঝ? ১

খ. বুদ্ধ জীবিত অবস্থায় তাঁর ধর্মোপদেশ অর্থসহকারে ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন হতো কেন? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. ১ম ব্যক্তির কৃতিত্বের মধ্যে কোন আচার্যের পরিচয় ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. ২য় ব্যক্তির কৃতিত্বস্বরূপ অমর সাহিত্যকর্মের জন্য তিনি চিরস্মরণীয়— বিশ্লেষণ করো। ৪

শিখনফল-৩ *[ঢাকা বোর্ড ২০২৩]*